

আমল করি
জীবন গড়ি
সিরিজ ১৩।

গাফলতি হাফুজ

মূল

শায়খ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ

ইমাম ও খতীব : মসজিদে উমর ইবনে আবদুল আজিজ রহ.

সৌদিআরব

ভাবানুভব

মুফতী মুহাম্মাদ মামুনুর রশীদ

জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম

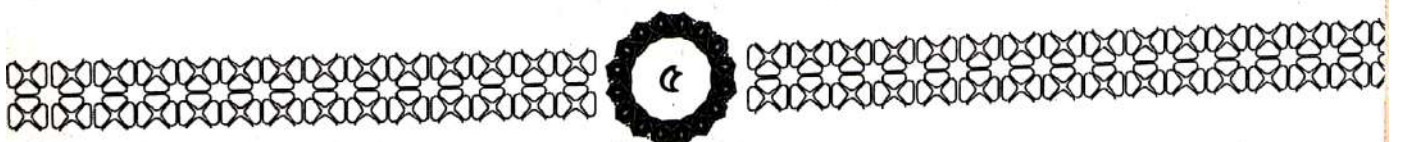
দক্ষিণগাঁও, ঢাকা-১২১৪

ইহুদা

ইহুদা

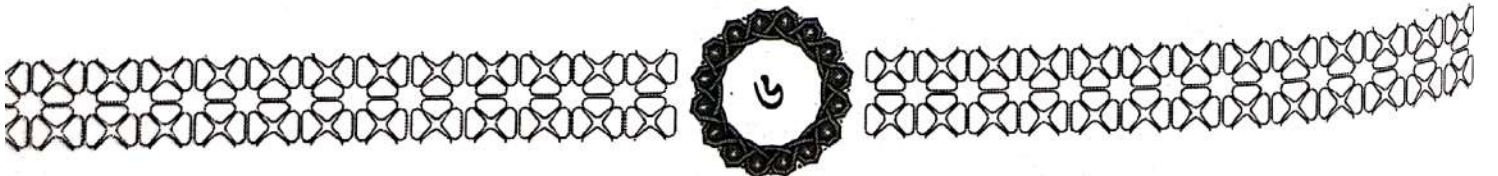


প্রয়াত স্বশুর
জনাব মিজানুর রহমান সাহেব
এর রুহের মাগফিরাত ও জান্নাতে উঁচু মাকাম কামনায়...
-মুহাম্মাদ মামুনুর রশীদ



সূচি

আসুন, আমল করি জীবন গড়ি	৯
ভূমিকা	১১
গাফলতির পরিচয়	১২
গাফলতির আভিধানিক অর্থ	১২
গাফলতির পারিভাষিক অর্থ	১২
গাফলতির ব্যাপারে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি ও অবস্থান	১৩
গাফলতির প্রকারভেদ	১৬
প্রশংসনীয় গাফলতি	১৬
নিন্দনীয় গাফলতি	১৭
নিন্দনীয় গাফলতির প্রকারভেদ	১৭
প্রথম প্রকার : আকস্মিক গাফলতি	১৮
এক যুবকের ঘটনা	১৯
আবু বকর আল মিশকী <small>রাঃ</small> এর ঘটনা	২০
দ্বিতীয় প্রকার : পৌনঃপুনিক গাফলতি	২১
তৃতীয় প্রকার : পূর্ণ গাফলতি	২১
গাফলতির কারণ	২৩
১. দৈহিক আরাম-আয়েশের পিছনে পড়ে থাকা	২৩



২. পার্থিব ভোগ-বিলাসের প্রতি লোভ	২৩
৩. গুনাহের কারণে অনুভূতির মৃত্যু	৩০
৪. প্রবৃত্তির অনুসরণ	৩০
৫. কাজ ও রিযিকের তালাশ	৩১
৬. খেলাধুলা ও ক্রীড়া	৩৩
৭. বিনোদন ও বিলাসিতা	৩৭
৮. দুনিয়ার প্রতি ঝোঁক	৩৭
৯. বাতিল ও গাফেলদের সঙ্গে মেলামেশা	৩৮
১০. মুবাহ কাজ অধিক হারে করা	৩৯
যে সকল বিষয়ে মানুষ গাফেল	৪২
১. দ্বীন শেখায় গাফলতি	৪২
২. কুরআনের ব্যাপারে গাফলতি	৪৯
৩. যিকিরে গাফলতি	৫২
৪. সুরক্ষা দানকারী যিকিরের ব্যাপারে গাফলতি	৫৬
৫. নিয়তের আমল সম্পর্কে গাফলতি	৫৮
৬. আমলের তারতীব, ক্রমবিন্যাস ও স্তর নিরূপণে	৬২
গাফলতি কেবল এগুলোর মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়	৬৪
গাফলতির শাস্তি	৬৫
১. দুনিয়াতে শাস্তিযোগ্য হওয়া	৬৫
২. সত্যোপলব্ধি থেকে বঞ্চিত হওয়া	৬৬
৩. আল্লাহ ﷻ-র রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া	৬৭
৪. দোয়া কবুল না হওয়া	৬৮
৫. শয়তানের প্রাধান্য	৬৯
৬. গাফলতির পর গাফলতি	৬৯
৭. জীবনের মন্দ পরিসমাপ্তি	৭০
৮. আখেরাতে আক্ষেপ	৭০
৯. সবচেয়ে ভয়ঙ্কর শাস্তি : জাহান্নামে প্রবেশ	৭১
গাফলতির চিকিৎসা	৭৩
১. যিকিরের মাধ্যমে	৭৩
২. দোয়ার মাধ্যমে	৭৪

গাফলতি ছাড়ুন

৩. কিয়ামুল লাইলের মাধ্যমে	৭৪
৪. কবর যিয়ারতের মাধ্যমে	৭৫
৫. দুনিয়ার অবস্থা নিয়ে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে	৭৫
৬. জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনার মাধ্যমে	৮২
পরিশিষ্ট	৯৩
মেধা যাচাই	৯৫



আসুন, আমল করি জীবন গড়ি

আমলের জন্যই আল্লাহ ﷻ আমাদেরকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত আমলই আমাদের সাথে যাবে। হাদীসে আছে—

يَتَّبِعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثٌ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ يَتَّبِعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ
فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ.

মুর্দারের সাথে তিনটি বস্তু যায়— পরিবার, (সামান্য কিছু) মাল ও তার আমল। এরপর দুটি বস্তু— পরিবার ও মাল ফিরে আসে; সঙ্গে থাকে তার আমল। [তিরমিযী: হাদীস নং- ২৩৭৯]

আমার উস্তাদ মাওলানা মুয়াজ্জম হোসাইন ﷻ আমাদেরকে নসীহত করতে গিয়ে প্রায়ই বলতেন—

عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی

یہ خاکی فطرت میں نہ ناری ہے نوری

আমলের মাধ্যমে গড়ে ওঠে জীবন;

সে জীবন হতে পারে জান্নাতের, অথবা জাহান্নামের।

মাটি পুত্তলি এই মানুষ প্রাকৃতিকভাবে না বেহেশতী; না দোযখী।

আমলের মাধ্যমে জীবন কীভাবে গড়তে হয়, আরব-জাহানের বরণ্য আলেমে দীন, বিশিষ্ট লেখক ও আলোচক ড. সালেহ আলমুনাজ্জিদ (হাফিয়াহুল্লাহ) একটি সিরিজে তা সবিস্তারে তুলে ধরেছেন। সিরিজটিতে রয়েছে মোট ২২টি পর্ব। সবগুলোই আরববিশ্বে তুমুলভাবে সমাদৃত হয়েছে। আমরাও সবগুলো বাংলা ভাষায় অনুবাদের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। যেহেতু অনেক বড় সিরিজ, সবগুলো একসাথে প্রকাশ করা মুশকিল। এজন্য কিছু কিছু করে প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

গাফলতি ছাড়ুন

এই মুহূর্তে আমরা পাঠকের হাতে তুলে দিচ্ছি তৃতীয় সিরিজ ‘গাফলত থেকে বাঁচুন’।

আজ মুসলমান ব্যাপকভাবে অধঃপতনের শিকার। এর মূল কারণ গাফলত। গাফলত শুধু আখেরাত বরবাদ করে না; বরং দুনিয়াও বরবাদ করে। লেখক গাফলত থেকে বাঁচার বিভিন্ন কৌশল এই পুস্তিকায় আলোচনা করেছেন। আমরা সেগুলো কার্যকর করলে আমাদের দুনিয়াও কামিয়াব হবে; আখেরাতও কামিয়াব হবে।

এই পুস্তিকা যদি কোনো এক ব্যক্তিকেও গাফলত থেকে মুক্তি দেয়, তা হলে আমাদের শ্রম সার্থক হবে।

আল্লাহ ﷻ সংশ্লিষ্ট সবাইকে পরিপূর্ণ বদলা দান করুন। আমীন।

মুহাম্মাদ আবদুল আলীম আনসারী

মহাপরিচালক, হুদহুদ প্রকাশন

ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা

২৪ রজব, ১৪৪০ হি. (০২/০৪/১৯ ইং)



ভূমিকা

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ.

হামদ ও সালাতের পর!

গাফলতি এমন এক মারাত্মক রোগ, এ রোগে যখন কেউ আক্রান্ত হয়,
তার দুনিয়া-আখেরাত উভয়ই বরবাদ হয়ে যায়। যেমন, আল্লাহ ﷻ
পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন—

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে;
ফলে আল্লাহও তাদেরকে আত্মবিস্মৃত [গাফেল] করে দিয়েছেন।
তরাই তো ফাসেক-পাপাচারী। [সূরা হাশর : ১৯]

তা হলে—

- গাফলতি কী?
- গাফলতির ব্যাপারে শরীয়তের অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি কী?
- গাফলতির প্রকার ও ধরন কী?
- গাফলতির কারণ ও চিকিৎসা কী?

প্রিয় পাঠক!

এ সকল প্রশ্নের উত্তর ও এতদসংশ্লিষ্ট আরও কিছু আলোচনাই পাবেন
আপনি আপনার হাতের এ বইটিতে। বইটি রচনা ও প্রকাশের ক্ষেত্রে
যারা সহযোগিতা করেছেন, আমি তাদের সকলের কৃতজ্ঞতা আদায়
করছি।

আল্লাহ ﷻ-র দরবারে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের সকলকে
গাফলতি থেকে জাগ্রত করেন এবং আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করেন।

—মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ

গাফলতির পরিচয়

গাফলতির আভিধানিক অর্থ

এর غَفْلٌ يَغْفُلُ غَفْلَةً وَ غُفُولًا [আল-গাফলাতু] শব্দটি আসল-গাফলাতু শব্দটি থেকে এসেছে।

ইবনে ফারেস رحمته الله বলেন, الغين والفاء واللام [গইন, ফা, লাম] এ তিনটি বর্ণ এ শব্দের সঠিক মাদ্দাহ; যার অর্থ- تَرَكُ الشَّيْءَ سَهْوًا 'ভুলবশত কোনো কিছু ছেড়ে দেওয়া।' কখনও কখনও ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দেওয়ার ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। [মু'জামু মাকায়ীসিল লুগাহ : ৪/৩১১, মূল ধাতু غفل]

ফাইয়ুমী رحمته الله বলেন, গাফলতি বলা হয়- মানুষের মন থেকে কোনো জিনিস অনুপস্থিত হয়ে যাওয়া এবং তার স্মরণ না থাকা। কখনও কখনও এ শব্দটি ওই ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, যে কোনো কিছুকে অবহেলাবশত কিংবা তা থেকে বিমুখ হয়ে ছেড়ে দেয়। যেমন, আল্লাহ তাআলার বাণী- وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مَّعْرُضُونَ ﴿١﴾ 'অথচ তারা গাফলতিতে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে।' [সূরা আশ্বিয়া : ১] [আল-মিসবাহুল মুনীর : ২/৪৪৯]

গাফলতির পারিভাষিক অর্থ

فَقَدْ الشُّعُورَ بِمَا حَقُّهُ أَنْ يَشْعُرَ بِهِ.

যে বিষয়ে সচেতন থাকা প্রয়োজন, সে বিষয়ে উদাসীন থাকা।

[ফয়যুল কদীর : ১/২৬২]

আল্লামা রাগেব ইসফাহানী رحمته الله গাফলতির সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন এভাবে-

سَهْوٌ يَغْتَرِي الْإِنْسَانَ مِنْ قِلَّةِ التَّحْفِظِ وَالتَّيَقُّظِ.

[গাফলতি হচ্ছে—] এমন ভুল, যা মানুষের উপর এসে আপতিত হয় সচেতনতা ও সতর্কতার অভাবে। [মুফরাদাতু গরীবিল কুরআন : ২/১৫৬]

আল্লাহ জুরজানী ﷺ গাফলতির সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে—

مُتَابِعَةُ النَّفْسِ عَلَى مَا تَشْتَهُيهِ.

[গাফলতি হচ্ছে—] প্রবৃত্তি ও নফসের কামনার অনুসরণ করা।
[আত-তা'রীফাত : ২০৯]

গাফলতির ব্যাপারে শরীয়তের দৃষ্টিভঙ্গি ও অবস্থান

আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে গাফলতির নিন্দা করেছেন এবং গাফেলদের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। তাঁর নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে গাফেলদের সজ্ঞা ওঠাবসা ও তাদের দলভুক্ত হওয়া থেকে সাবধান করেছেন। যেমন, তিনি ইরশাদ করেছেন—

﴿وَإِذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَ خِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ
وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾

আর স্মরণ করতে থাকুন স্বীয় পালনকর্তাকে আপন মনে ক্রন্দনরত ও ভীতসন্ত্রস্ত অবস্থায় এবং এমন সুরে যা চিৎকার করে বলা অপেক্ষা কম; সকালে ও সন্ধ্যায়। আর আপনি গাফেল-উদাসীনদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। [সূরা আ'রাফ : ২০৫]

আল্লাহ ﷻ গাফেলদের সাহচর্যগ্রহণ, তাদের সজ্ঞা চলাফেরা ও ওঠাবসা করতে নিষেধ করেছেন। যেমন, তিনি ইরশাদ করেছেন—

﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾

আপনি নিজেকে তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন, যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আহ্বান করে এবং আপনি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবেন না। আপনি তার আনুগত্য করবেন না, যার মনকে আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি; যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা। [সূরা কাহফ : ২৮]

অনেক সম্প্রদায়কে আল্লাহ ﷻ তাদের উদাসীনতা ও গাফলতির কারণে নিন্দা করেছেন। যেমন, তিনি ইরশাদ করেছেন—

﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ﴾
তারা পার্থিব জীবনের বাহ্য দিক সম্পর্কে অবগত, আর আখেরাত সম্পর্কে তারা গাফেল-উদাসীন। [সূরা রুম : ৭]

গাফেলদের এক শ্রেণি হচ্ছে কাফের। যেমন, আল্লাহ ﷻ তাঁর পবিত্র কিতাবে ইরশাদ করেছেন—

﴿مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهِ إِلَّا مِنْ أَكْرَهٍ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيْمَانِ وَلَكِنْ مِّنْ شَرَحٍ بِالْكَفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (১০৬)
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿١٠٧﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعَهُمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَ

যার উপর জবরদস্তি করা হয় এবং তার অন্তর বিশ্বাসে অটল থাকে, সে ব্যতীত যে কেউ বিশ্বাসী হওয়ার পর আল্লাহতে অবিশ্বাসী হয় এবং কুফরির জন্য মন উন্মুক্ত করে দেয়, তাদের উপর আপত্তি হবে আল্লাহর গযব এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। এটা এ জন্য যে, তারা পার্থিব জীবনকে পরকালের চাইতে প্রিয় মনে করেছে; আর আল্লাহ অবিশ্বাসীদের পথ প্রদর্শন

করেন না। এরাই হল তারা, আল্লাহ যাদের অন্তর, কর্ণ ও চক্ষুর উপর মোহর মেরে দিয়েছেন এবং এরাই হল গাফেল। [সূরা নাহল : ১০৬-১০৮]

ধ্বংস, পরিপূর্ণ ধ্বংস ওই ব্যক্তির জন্য, যে ফায়সালা ও চূড়ান্ত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত গাফলতিতে ডুবে থাকে। যেমন, আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন—

﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾
আপনি তাদেরকে পরিতাপের দিবস সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিন, যখন সব ব্যাপারে ফায়সালা হয়ে যাবে। এখন তারা গাফেল এবং তারা বিশ্বাস স্থাপন করছে না। [সূরা মারইয়াম : ৩৯]

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সাহাবায়ে কেরামের সামনে [কেয়ামতের দিন] ‘মৃত্যু’কে জবাই করে দেওয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করছিলেন, তখন তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করেছেন। আবু সাঈদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন—

يَجَاءُ بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ كَبِشٌ أَمْلَحُ فَيُوقِفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيَقَالُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ! هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَشْرَبُونَ وَيَنْظُرُونَ وَيَقُولُونَ نَعَمْ، هَذَا الْمَوْتُ. قَالَ وَيَقَالُ يَا أَهْلَ النَّارِ! هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ قَالَ فَيَشْرَبُونَ وَيَنْظُرُونَ وَيَقُولُونَ نَعَمْ، هَذَا الْمَوْتُ. قَالَ فَيُؤْمَرُ بِهِ فَيُذْبَحُ. قَالَ ثُمَّ يُقَالُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ! خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ، يَا أَهْلَ النَّارِ! خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ. قَالَ ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الدُّنْيَا.

কেয়ামতের দিন মৃত্যুকে একটি ধূসর রঙের মেষের আকারে আনা হবে। অতঃপর তাকে জান্নাত-জাহান্নামের মাঝখানে রাখা হবে। তখন একজন সম্বোধনকারী ডাক দিয়ে বলবেন, হে জান্নাতীগণ! তোমরা কি একে চিন? এ কথা শুনে তারা ঘাড়-মাথা উঁচু করে দেখতে থাকবে এবং বলবে, হ্যাঁ, এ তো মৃত্যু। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর বলা হবে, হে জাহান্নামীগণ! তোমরা কি একে চিন? তখন



তারা ঘাড়-মাথা উঁচু করে দেখতে থাকবে এবং বলবে, হাঁ, এ তো মৃত্যু। এরপর নির্দেশ দেওয়া হবে এবং তাকে জবাই করে দেওয়া হবে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর বলা হবে, হে জান্নাতীগণ! মৃত্যু নেই। তোমরা অনন্ত কাল এখানে থাকবে। হে জাহান্নামীগণ! মৃত্যু নেই। তোমরা অনন্ত কাল এখানে থাকবে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এই আয়াত পাঠ করলেন—

﴿وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾

[হে নবী!] আপনি তাদেরকে পরিতাপের দিবস সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিন, যখন সব ব্যাপারে ফায়সালা হয়ে যাবে। এখন তারা গাফেল এবং তারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে না। [সূরা মারইয়াম : ৩৯] এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ স্বীয় হাত দ্বারা দুনিয়ার দিকে ইশারা করেছেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৭৩০, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৮৪৯, ভাষ্য মুসলিমের।]

গাফলতির প্রকারভেদ

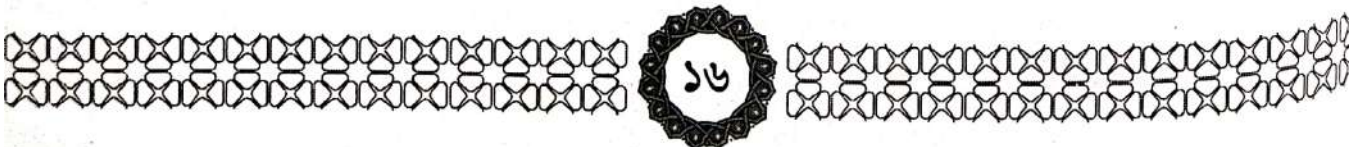
গাফলতি দুই প্রকার। যথা—

১. প্রশংসনীয় গাফলতি।

২. নিন্দনীয় গাফলতি।

প্রশংসনীয় গাফলতি

অন্যায়-অপরাধ ও গুনাহ থেকে এবং আল্লাহ ﷻ অসন্তুষ্ট হন এমন যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম থেকে গাফেল থাকার নামই প্রশংসনীয় গাফলতি। এটিই সেই গুণ, যা আল্লাহ ﷻ সতী-সাধ্বী নারীর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন। যেমন, তিনি ইরশাদ করেছেন—



﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغُفْلَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَ
لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

যারা সতী-সাক্ষী সরলমনা ঈমানদার নারীদের প্রতি অপবাদ
আরোপ করে, তারা ইহকালে ও পরকালে ধিকৃত এবং তাদের
জন্য রয়েছে গুরুতর শাস্তি। [সূরা নূর : ২৩]

আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ **الْغُفْلَتِ** [আল-গাফিলাত] দ্বারা উদ্দেশ্য সেইসব
নারী, যারা অন্যায়-অশ্লীল কাজ থেকে বে-খবর ও উদাসীন থাকে;
যাদের অন্তরে সেসবের ধারণাও সৃষ্টি হয় না এবং সেসবে নিপতিত ও
আক্রান্ত হয় না।

নিন্দনীয় গাফলতি

আল্লাহ ﷻ ও তাঁর আনুগত্য থেকে গাফেল থাকা এবং আখেরাত,
হিসাব-নিকাশ ও প্রতিদানের ব্যাপারে গাফেল থাকার নামই নিন্দনীয়
গাফলতি। এ প্রকার গাফলতির ব্যাপারেই আমরা বক্ষ্যমাণ এ গ্রন্থে
আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

নিন্দনীয় গাফলতির প্রকারভেদ

আল্লাহ ﷻ বলেছেন- অধিকাংশ সৃষ্টিকেই তিনি গাফেল পেয়েছেন।
তাদেরকে গাফলতির গুণে গুণাবিত ও গাফেল বলে আখ্যায়িত
করেছেন। যেমন, পবিত্র কুরআনে তিনি ইরশাদ করেছেন-

﴿اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ﴾

মানুষের হিসাব-নিকাশের সময় আসন্ন, অথচ তারা গাফলতিতে
মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। [সূরা আশ্বিয়া : ১]

আল্লাহ ﷻ মানুষকে সতর্ক করে বলেন, কেয়ামত নিকটবর্তী হয়ে
গেছে অথচ তারা অবহেলা ও গাফলতির মধ্যে ডুবে রয়েছে। তারা
তার জন্য কোনো প্রস্তুতিই গ্রহণ করছে না।

ইমাম নাসায়ী رحمته الله সনদসহ আবু সাঈদ খুদরী رحمته الله থেকে বর্ণনা
করেছেন, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে **فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ** 'তারা

গাফলতিতে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে।’ এর এই তাফসীর বর্ণনা করেছেন যে, তারা দুনিয়ার কাজে লিপ্ত রয়েছে আর আখেরাত থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে।

অপর এক আয়াতে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন—

﴿اَفْتَرَبَّتِ السَّاعَةُ وَاَنْشَقَّ الْقَمَرُ﴾ (۱) ﴿وَاِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا﴾

কেয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। যদি তারা কোনো নিদর্শন দেখে তবে মুখ ফিরিয়ে নেয়। [সূরা কুমার : ১-২]

হাফেয ইবনে আসাকির ﷺ হাসান ইবনে হানী আবু নুওয়াস কবি-এর আলোচনা প্রসঙ্গে আবুল আতাহিয়ার একটি কবিতা উল্লেখ করেছেন, যা এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কবি বলেছেন—

النَّاسُ فِي غَفْلَاتِهِمْ
وَرَحَا الْمَنِيَّةِ تَظْحَنُ

মানুষ অবহেলা ও গাফলতিতে ডুবে রয়েছে, অথচ মৃত্যুর চাকা দ্রুত ঘুরে চলছে!

কবিকে জিজ্ঞেস করা হল, এ বিষয়টি আপনি কোথেকে উদ্ধার করেছেন? তিনি জবাব দিলেন, আল্লাহ ﷻ-র বাণী— اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ থেকে। [তাফসীরে ইবনে কাসীর : ৩/২১৪]

নিন্দনীয় গাফলতি তিন প্রকার। যথা—

১. الْغَفْلَةُ الْعَارِضَةُ [আকস্মিক গাফলতি]
২. الْغَفْلَةُ الْمُتَكَرِّرَةُ [পৌনঃপুনিক গাফলতি]
৩. الْغَفْلَةُ الدَّائِمَةُ [পূর্ণ গাফলতি]

প্রথম প্রকার : আকস্মিক গাফলতি

কখনও কখনও নেককার-সালেহীন বান্দাদের উপরও নিন্দনীয় গাফলতি আপতিত হয়। তবে তা আকস্মিক ও হঠাৎ সংঘটিত। নেককার-সালেহীনের গাফলতি হালকা হয়ে থাকে এবং দ্রুতই তারা তা থেকে ফিরে আসেন। যখনই তাঁদের প্রতিদান, হিসাব-নিকাশ

ইত্যাদির কথা স্মরণ হয়ে যায়, তখন তাঁরা সতর্ক হয়ে ওঠেন এবং দূত তা থেকে ফিরে আসেন। যেমন, আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন—

﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾

যারা তাকওয়ার অধিকারী, তাদের উপর শয়তানের আগমন ঘটান সাথে সাথেই তারা সতর্ক হয়ে যায় এবং তখনই তাদের বিবেচনাশক্তি জাগ্রত হয়ে ওঠে। [সূরা আ'রাফ : ২০১]

আয়াতে আল্লাহ ﷻ তাঁর মুত্তাকী বান্দাদের অবস্থা বর্ণনা করেছেন। তাঁরা আল্লাহ ﷻ-র নির্দেশিত পথে চলে এবং তাঁর নিষিদ্ধ পথ পরিহার করে। যখনই শয়তান তাদের সংস্পর্শে আসে বা তাদেরকে স্পর্শ করে এবং প্রভাব বিস্তার করে, তখনই তাদের বিবেচনা শক্তি জাগ্রত হয়ে ওঠে। আল্লাহ ﷻ-র প্রচণ্ড শক্তি ও বিপুল পুরস্কারের কথা ভেবে সচেতন হয়ে ওঠে। অতঃপর তারা স্থির হয়ে যায় এবং স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।

এক যুবকের ঘটনা

হাফেয ইবনে আসাকির রচিত ইতিহাস গ্রন্থে আমার ইবনে জামে এর জীবন-চরিত আলোচনা প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন। এক যুবক সর্বদা মসজিদে ইবাদত-বন্দেগিতে মশগুল থাকত। কিন্তু এক নারী তাকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করত। একবার সে তাকে সম্ভোগের জন্য যুবককে ডাকল। যতক্ষণ যুবক রাজি হল না, ততক্ষণ ওই নারী যুবকের পিছনে লেগে রইল। অবশেষে সে তাকে বশীভূত করে নিজের সঙ্গে নিজ ঘরের দরজা পর্যন্ত নিয়ে যেতে সক্ষম হল। আর তখনই হঠাৎ যুবকটির এই আয়াত মনে পড়ে গেল—

﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾

‘যারা তাকওয়ার অধিকারী, তাদের উপর শয়তানের আগমন ঘটান সাথে সাথেই তারা সতর্ক হয়ে যায় এবং তখনই তাদের বিবেচনাশক্তি জাগ্রত হয়ে ওঠে।’ অমনি সে বেহুঁশ হয়ে পড়ে গেল এবং তখনই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

গাফলতি ছাড়ুন

তখন উমর রাঃ সেখানে এলেন এবং তার শোক-সন্তপ্ত পিতাকে সান্ত্বনা দিলেন। অবশ্য তার পিতা তাকে রাতেই দাফন করেছিল। উমর রাঃ তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে কবর সামনে নিয়ে জানাযা পড়লেন। অতঃপর তিনি যুবককে ডেকে বললেন, হে যুবক! وَلَيْسَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ [আর যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দু'টি জান্নাত। -সূরা আর-রহমান : ৪৬]
-এর ব্যাপারে তোমার অভিজ্ঞতা কী?

যুবক কবরের ভিতর থেকে উত্তর দিল, হে উমর! আমার মহান প্রতিপালক আমাকে দুই বারে দু'টি জান্নাতই দান করেছেন। [তাফসীরে ইবনে কাসীর : ২/৩৪৬-৩৪৭]

আবু বকর আল মিশকী রাঃ এর ঘটনা

ইবনুল জাওয়ী রাঃ বলেন, আবু বকর আল মিশকীকে জিজ্ঞাসা করা হল- কী ব্যাপার? আমরা সব সময় আপনার থেকে মেশকের ঘ্রাণ পাই! এর কারণ কী?

আবু বকর আল মিশকী রাঃ বললেন, আল্লাহর কসম! বহু বছর যাবত আমি কোনো মেশক বা সুগন্ধি ব্যবহার করিনি। তবে এর কারণ হচ্ছে-

একবার এক মহিলা বাহানা করে আমাকে তার ঘরে নিয়ে যায়। অতঃপর সে তার ঘরের সকল দরজা-জানালা বন্ধ করে দেয়। তারপর আমাকে তার সজ্জা অপকর্মে লিপ্ত হতে আহ্বান করে। আমি তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যাই! কী করা যায়- ভেবে পাচ্ছি না। কোনো পন্থা ও কৌশলই আমার মাথায় আসছে না। হঠাৎ আমি তাকে বললাম, আমার কিছুটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজন। শৌচাগারে যাওয়া দরকার।

আমার কথা শুনে সে তার এক দাসীকে হুকুম দিল আমাকে শৌচাগারে নিয়ে যেতে। আমি সেখানে গিয়ে সেখানকার মলমূত্র আমার শরীরে মেখে নিলাম। অতঃপর সে অবস্থায়ই বের হয়ে তার কাছে এলাম। আমাকে দেখে মহিলা একেবারে হতভম্ব! তারপর আমাকে ঘর থেকে

বের করে দেওয়ার আদেশ করল এবং আমাকে বের করে দেওয়া হল। সেখান থেকে বেরিয়ে আমি চলে এলাম এবং গোসল করে নিলাম।

রাতে যখন ঘুমালাম, স্বপ্নে দেখলাম, কেউ একজন বলছেন— ‘তুমি এমন কাজ করেছ, যে কাজ তুমি ছাড়া আর কেউ করেনি। আমি তোমার সৌরভকে দুনিয়া-আখেরাতে ছড়িয়ে দিব।’

ভোরে ঘুম থেকে উঠে দেখি আমার শরীর থেকে মেশকের ঘ্রাণ আসছে। তা এখনও অব্যাহত রয়েছে। [আল-মাওয়াযিয ওয়াল-মাজালিস : ২২৪]

এভাবেই আল্লাহ ﷻ-র মুত্তাকী বান্দাগণ শয়তানের স্পর্শ ও ধোঁকার সময় সচেতন হয়ে ওঠেন; তাঁদের বিবেচনা শক্তি জাগ্রত হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয় প্রকার : পৌনঃপুনিক গাফলতি

পৌনঃপুনিক গাফলতি বলতে বোঝায় ওই গাফলতিকে, যাতে গুনাহগার পাপী মুসলিম বান্দারা তাদের না-ফরমানিকালীন জীবন যাপন করে। তাদের গুনাহ ও পাপাচার কম হোক বা বেশি।

আপনি এ শ্রেণির লোকদের দেখবেন, তারা কখনও গাফলতে ডুবে থাকে, কখনও সচেতন ও সতর্ক থাকে। কখনও তারা এমন অবস্থায় বিরাজ করে, যখন তারা নিজেদের কথাও ভুলে যায়। অতঃপর অন্য অবস্থায় তাদের স্মরণ জাগ্রত ও সচল হয়।

এ শ্রেণির গাফেলদের সর্বদা স্মরণ করিয়ে দিতে হয়; যতক্ষণ না তারা সরল-সঠিক পথের দৃঢ় পথিকে পরিণত হয়।

তৃতীয় প্রকার : পূর্ণ গাফলতি

সাধারণত কাফেররা যে গাফলতিতে জীবন যাপন করে, তাকেই পূর্ণ গাফলতি বলে। কেননা, তারা আল্লাহ ﷻ, আখেরাত, হিসাব-নিকাশ ও প্রতিদান ইত্যাদি থেকে সম্পূর্ণরূপে গাফেল থাকে। এমনকি তারা যেন চতুষ্পদ জন্তু; যারা জানে না তাদেরকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে এবং কী লক্ষ্যে তারা জীবন যাপন করবে!

গাফলতি ছাড়ুন

আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন—

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ﴾

আর যারা কাফের, তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকে এবং চতুষ্পদ জন্তুর মতো উদর পূর্তি করে। তাদের বাসস্থান জাহান্নাম। [সূরা মুহাম্মাদ : ১২]

বরং তারা গাফলতের মাঝে এমনভাবে ডুবে থাকে, যেন তারা নেশাগ্রস্ত-মাতাল। তাদের চারপাশ সম্পর্কে কিছুই জানে না এবং বোঝে না তাদের কী বলা হয়! যেমন, আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন—

﴿لَعَنُوكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكَرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾

আপনার প্রাণের কসম! তারা তো মত্ততায় বিমূঢ়। [সূরা হিজর : ৭২]

এ সকল কাফেরকে তাদের গাফলত থেকে বের করার পন্থা হচ্ছে, তাদেরকে দ্বীনে ইসলামের দিকে আহ্বান করা, দাওয়াত দেওয়া। দ্বীনে ইসলামে প্রবেশ করানোর চেষ্টা-মেহনত করা।

গাফলতির কারণ

১. দৈহিক আরাম-আয়েশের পিছনে পড়ে থাকা

বহু মানুষ তাদের সারাদিনের অধিকাংশ সময়ই ব্যয় করে ফেলে দৈহিক আরাম-আয়েশ ও সুখ জোগানের পিছনে। অথচ তারা জানে না, যে আরাম-আয়েশ ও সুখের পিছনে তারা হন্যে হয়ে ছুটছে, তা প্রকৃতপক্ষে তাদের কষ্ট ও ক্ষতিরই কারণ। প্রকৃত আরাম-আয়েশ ও সুখ তো লাভ হয় নফসকে ঈমানী ফযীলতপূর্ণ কাজে লিপ্ত রাখলে এবং ইসলামী আখলাক অর্জনে সচেষ্ট থাকলে।

কবি বলেছেন-

يَا مُتَعَبَ الْجِسْمِ كَمْ تَسْعَى لِرَاحَتِهِ
أَتَعَبْتَ جِسْمَكَ فِيمَا فِيهِ خُسْرَانُ
أَقْبِلْ عَلَى الرُّوحِ وَاسْتَكْمِلْ فَضَائِلَهَا
فَأَنْتَ بِالرُّوحِ لَا بِالْجِسْمِ إِنْسَانُ

ওহে দেহ ক্লান্তকারী! তুমি এ দেহের আরাম-আয়েশের জন্য কতই না কষ্ট করছ! তুমি তোমার দেহকে এমন জিনিসের জন্য শ্রান্ত করছ, যাতে রয়েছে তোমার ক্ষতি। এবার তুমি রূহের দিকে মনোনিবেশ কর এবং তার সৌন্দর্যগুলো পূর্ণ কর; কেননা, রূহের কারণেই তুমি মানুষ; দেহের কারণে নয়।

২. পার্থিব ভোগ-বিলাসের প্রতি লোভ

পার্থিব আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের প্রতি লোভ মানুষকে আল্লাহ ও আখেরাত থেকে গাফেল করে দেয়। এর কারণেই ফরয-ওয়াজিব-

অবশ্যকর্তব্য কর্ম ছুটে যায় এবং মানুষ হারাম ও নিষিদ্ধ বিষয়ে নিপতিত হয়।

نَهَارَكَ يَا مَغْرُورٌ سَهُوٌ وَغَفْلَةٌ * وَلَيْلِكَ نَوْمٌ وَالرَّدى لَكَ لَا زِمٌ
وَتَتَعَبُ فِيمَا سَوْفَ تَكْرَهُ غِبَّةٌ * كَذَلِكَ فِي الدُّنْيَا تَعِيشُ الْبَهَائِمُ

ওহে প্রবঞ্চিত! তোমার দিন কাটে ভুলে ও গাফলতিতে! তোমার রাত কেটে যায় ঘুমে, অথচ মৃত্যু তোমার জন্য অবধারিত। তুমি পরিশ্রম কর এমন জিনিসের জন্য, যার পরিণতি অচিরেই তুমি অপছন্দ করবে। আরে! এভাবে তো জীবন যাপন করে চতুষ্পদ জন্তু।

এ শ্রেণির লোকেরা দুনিয়ার সব রকমের ও সব ধরনের ভোগ-উপভোগের প্রতি আসক্ত ও লালায়িত থাকে। সেসব থেকে যা তাদের সাথে কুলায় এবং যা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়, তাতে সর্বাদা ডুবে থাকে। এভাবে এক পর্যায়ে তাদের আত্মাই মরে যায়। ফলে আল্লাহ ﷻ-র স্মরণ ও তাঁর সাক্ষাৎ থেকে গাফেল হয়ে যায়।

ওলীদ ইবনে মুগীরা, উমাইয়া ইবনে খালফ এবং আস ইবনে ওয়ায়েল ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের ধন-সম্পদ অকাতরে খরচ করেছিল।

﴿فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ﴾

অতএব, তারা ধন-সম্পদ ব্যয় করতেই থাকবে। অতঃপর তা তাদের মনস্তাপের কারণ হবে। তারপর তারা পরাজিত হবে।
[সূরা আনফাল : ৩৬]

অথচ বহু মুসলমান কৃপণতা করে তাদের ধন-সম্পদ সঞ্চয় করছে এবং সেগুলোকে কল্যাণকর কাজে ব্যয় করছে না।

﴿وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَبْخُلْ عَنْ نَفْسِهِ﴾

আর যে ব্যক্তি কৃপণতা করে, সে তো কার্পণ্য করে নিজেরই প্রতি।
[সূরা মুহাম্মাদ : ৩৮]

এ-ই হচ্ছে পাপীদের দৃঢ়তা ও ঈমানদারদের দুর্বলতার উদাহরণ।

অপর দিকে হাজারো মুসলমান এমন আছে, যারা দিনে এক ঘণ্টাও কাজ করে না। তাদের একমাত্র কাজ হচ্ছে খেল-তামাশা, হাসি-মজাক আর খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে সময় নষ্ট করা।

﴿مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَأْتَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ﴾^১

তোমাদের কী হল, তোমাদেরকে যখন বলা হয় যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় অভিযানে বের হও, তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে মাটিতে ঝুঁকে পড়? [সূরা তাওবা : ৩৮]

উমর রাঃ দিন-রাত কাজ করতেন। খুব সামান্য পরিমাণই ঘুমাতে। একবার তাঁর পরিবারের লোকেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, ‘আপনি ঘুমান না কেন?’ তিনি উত্তর দিলেন, ‘আমি যদি [ইবাদত বাদ দিয়ে] রাতে ঘুমিয়ে থাকি, তা হলে আমার আত্মা ধ্বংস হয়ে যাবে, আর যদি দিনে [প্রজাদের খোঁজ-খবর না নিয়ে] ঘুমিয়ে থাকি, তা হলে আমার প্রজারা ধ্বংস হয়ে যাবে।’

ইহুদী গুপ্ত ঘাতক মূশী দাইয়ানের স্মারক গ্রন্থ ‘তলোয়ার ও শাসন’ থেকে জানা যায়, সে সর্বদাই চলাফেরায় ও কর্মব্যস্ত থাকত। আজ এ দেশে তো কাল আরেক দেশে; আজ এ শহরে তো কাল অপর শহরে ছুটে বেড়াত। বিভিন্ন মিটিং ও সভায় যোগ দিত। কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করত। সর্বদা চুক্তি ও সন্ধি করে বেড়াত। এরই মাঝে সে আবার তার ডায়েরিও লিখত।

আমি মনে মনে বললাম, হায় আফসোস! এক অভিশপ্ত ইহুদী কী পরিশ্রমটাই না করে গেছে! আর মুসলমান কতটা অপারগ ও অকর্মণ্য হয়ে বসে আছে। এ-ও পাপীদের চেষ্ঠা-মেহনত ও ঈমানদারদের দুর্বলতা ও অপারগতার একটি উদাহরণ।

গাফলতি, অলসতা, অকর্মণ্যতা ও বেকার থাকাকে উমর রাঃ এত বেশি ঘৃণা করতেন যে, যেসব যুবক মসজিদে বাস করত, তিনি তাদেরকে মসজিদ থেকে বের করে দিয়েছিলেন। তিনি তাদেরকে শাস্তি দিয়ে বলেছিলেন, ‘যাও! বাইরে গিয়ে রিযিক তালাশ কর। কারণ, আকাশ থেকে সোনা-রূপার বৃষ্টি বর্ষিত হবে না।’

গাফলতি ছাড়ুন

অলসতা, অকর্মণ্যতা ও বেকারত্ব— হতাশা, দুশ্চিন্তা ও বিভিন্ন মানসিক রোগের জন্ম দেয়। পক্ষান্তরে কাজকর্ম তৃপ্তি ও সুখ বয়ে আনে। সমস্ত মানুষই যদি আপন আপন জীবনের দায়িত্ব ও কাজকর্ম আঞ্জাম দিতে থাকে, তা হলে উপরোল্লিখিত যাবতীয় রোগ সমূলে বিনাশ হয়ে যাবে। সমাজ উন্নত, উৎপাদনশীল ও সমৃদ্ধ হবে।

﴿وَقُلْ اَعْمَلُوا﴾

আর তুমি বলে দাও, তোমরা কাজ করে যাও। [সূরা তাওবা : ১০৫]

﴿فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾

তোমরা [রিষিক তালার জন্য] জমিনে ছড়িয়ে পড়। [সূরা জুমুআ : ১০]

﴿سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ﴾

তোমরা তোমাদের প্রভুর ক্ষমা ও জান্নাতের জন্য একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা কর। [সূরা হাদীদ : ২১]

রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন— ‘আল্লাহর নবী দাউদ আলাইহিস সালাম নিজ হাতের উপার্জন খেতেন।’

শায়েখ রাশেদ তাঁর صِنَاعَةُ الْحَيَاة নামক কিতাবে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন, বহু মানুষ তাদের জীবনের যিন্মদারী ও দায়িত্বসমূহ আদায় করে না। কত মানুষ জীবিত থাকা সত্ত্বেও মৃত। তারা জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। না তারা নিজেদের ভবিষ্যত গড়ে না জাতির জন্য কল্যাণকর কোনো কাজ করে। বরং—

﴿رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ﴾

তারা পেছনে রয়ে যাওয়া লোকদের সঙ্গে থেকে যেতে পেরে আনন্দিত হয়েছে। [সূরা তাওবা : ৮৭]

﴿لَا يَسْتَوِي الْقَعْدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾

যেসব মুমিন অক্ষম নয় অথচ ঘরে বসে থাকে এবং যারা আল্লাহর পথে নিজেদের জান-মাল নিয়ে জিহাদ করে, তারা সমান নয়।
[সূরা নিসা : ৯৫]

যে কৃষাজ্ঞা নারী মসজিদে নববী পরিষ্কার করত, সে তার জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত ছিল এবং সাধ্যানুযায়ী সে নিজের কর্তব্য আঞ্জাম দিয়েছিল। বিনিময়ে জান্নাত লাভ করেছিল।

﴿وَلَا مَؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَغْجَبَتْكُمْ﴾

অবশ্যই একজন মুমিন দাসী একজন মুশরিক নারী থেকে উত্তম, যদিও মুশরিক নারীর রূপ তোমাদেরকে বিমোহিত করে। [সূরা বাকারা : ২২১]

অনুরূপভাবে যে ছেলেটি নবীজী ﷺ-র মিস্বার বানিয়ে দিয়েছিল, সে-ও তার সাধ্যানুসারেই অবদান রেখেছিল। কেননা, সে কাঠমিস্বির কাজ করত। সে-ও তার কর্মের প্রতিদান পেয়েছিল।

﴿وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ﴾

আর যারা তাদের শ্রম ছাড়া অন্য কিছু [আল্লাহর পথে ব্যয় করার মতো] পায় না। [সূরা তাওবা : ৭৯]

যে ব্যক্তি মৃত ছিল [অর্থাৎ আধ্যাত্মিকভাবে মৃত ছিল] পরে আমি তাকে জীবিত করেছি এবং আমি তার জন্য আলো সৃষ্টি করেছি, যার সাহায্যে সে মানুষের মাঝে চলাফেরা করে, সে কি তার মতো যে [কুফরীর] অন্ধকারে নিমজ্জিত? [সূরা আনআম : ১২২]

বিপদ-আপদে, বালা-মসিবতে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখা ও নিজের যাবতীয় কাজ সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দেওয়া সংক্রান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও উপকারী দু'টি দোয়া পবিত্র হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তার একটি হচ্ছে আলী রাঃ থেকে বর্ণিত, যেখানে রাসূলুল্লাহ সঃ ইরশাদ করেছেন—

اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي.

হে আল্লাহ! আমাকে হেদায়েত দান করুন এবং সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। [সহিহ জামেউস সগির]

দ্বিতীয়টি ইমাম আবু দাউদ রহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেছেন, হুছাইন ইবনে উবাইদ রহিমাহুল্লাহ থেকে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেছেন—

قُلْ : اَللّٰهُمَّ اَلْهِنِّيْ رُشْدِيْ ، وَقِنِيْ شَرَّ نَفْسِيْ .

তুমি বল, হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আমার হেদায়েতের দিশা দান করুন এবং আমাকে আমার প্রবৃত্তির অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন। [জামেউল আহাদিস : ৪০৭২৪]

দুনিয়ার জীবনের প্রতি আসক্তি, দীর্ঘ জীবনের আকাঙ্ক্ষা এবং মৃত্যুর ভয়— এগুলি এমন বিষয়, যার ফলে দুশ্চিন্তা, উদ্বিগ্নতা, নিদ্রাহীনতা, হতাশা, অস্থিরতাসহ বিভিন্ন ধরনের মানসিক রোগের জন্ম হয়।

পার্থিব জীবনের প্রতি ইহুদীরা চরম আসক্তির কারণে আল্লাহ স্ব তাদের নিন্দা করেছেন। যেমন, পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

﴿وَلَتَجِدَنَّهُمْ اٰخِرَ صَ النَّاسِ عَلَى حَيٰةٍ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا يَدُّ اَحَدُهُمْ لَوْ يٰعْتَرُ اَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُرْضٍ جِهٍ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يٰعْتَرُ وَاللّٰهُ بِصِيْرٍ بَيَّا يَعْمَلُوْنَ﴾

তুমি অবশ্যই তাদেরকে [অর্থাৎ ইহুদীদেরকে] জীবনের প্রতি সকল মানুষের চেয়ে বেশি এমনকি মুশরিকদের চেয়েও বেশি লোভী দেখতে পাবে। তাদের প্রত্যেকেই আকাঙ্ক্ষা করে যে, যদি তাকে হাজার বছরের দীর্ঘ জীবন দান করা হত! [তবে কতই না ভালো হত] কিন্তু দীর্ঘ জীবন তো তাদেরকে শাস্তি থেকে রেহাই দিতে পারবে না। আর তারা যা করছে আল্লাহ তাআলা তার সবকিছুই দেখেন। [সূরা বাকারা : ৯৬]

এ আয়াতের কয়েকটি বিষয় গুরুত্বের সাথে লক্ষ্যণীয়। যেমন,

প্রথমত, আল্লাহ স্ব আয়াতে কারীমায় **حَيٰةٍ** [হায়াত] শব্দটিকে **نَكْرَةٌ** [অনির্দিষ্ট বিশেষ্য]রূপে উল্লেখ করেছেন। যা এ কথা বোঝায় যে, সাধারণ থেকে অতি সাধারণ জীবন, তুচ্ছ থেকে অতি তুচ্ছ এমনকি চতুষ্পদ জন্তু-জানোয়ারদের জীবনের ন্যায় হীন জীবন হলেও সে জীবন ইহুদীরা কাছে খুব প্রিয়।

দ্বিতীয়ত, ‘হাজার বছর’ কথাটিকে আল্লাহ স্ব এজন্য নির্বাচন করেছেন যে, ইহুদীরা একে অপরের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে ‘হাজার বছর

বেঁচে থেকো' বলে অভিবাদন জানাত। এখানে আল্লাহ ﷻ তাদের সে কথাই উল্লেখ করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন যে, তারা এমন দীর্ঘ জীবন কামনা করে! আচ্ছা! যদি তারা হাজার বছরের দীর্ঘ জীবন পেয়েও যায়, তারপর কী হবে? পরিণতি তো সেই জাহান্নামই!

﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ﴾

আখেরাতের শাস্তি অবশ্যই সবচেয়ে বেশি অপমানকর। আর তাদেরকে কোনোরূপ সাহায্য করা হবে না।

[সূরা হা-মীম-সেজদা : ১৬]

নিম্নোক্ত এই আরবী প্রবাদটি কতই না সুন্দর—

لَا هَمَّ وَاللَّهُ يَدْعِي.

যখন আল্লাহকে আহ্বান করা হয়, তখন দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই।

এর অর্থ হচ্ছে আসমানে আল্লাহ ﷻ আছেন, যিনি বান্দার দোয়া শোনেন; যিনি আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দেন। তা হলে কেন আর দুশ্চিন্তা? কেন এত পেরেশানী?

আপনি যদি আপনার যাবতীয় বিষয়াদি আল্লাহ ﷻ-র কাছে সোপর্দ করে দেন, তা হলে তিনি তার সমাধান করে দিবেন। আপনার দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী দূর করে দিবেন।

﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾

[তোমাদের দেবতাগণ ভালো] না কি তিনি ভালো, যিনি বিপদগ্রস্তের ডাকে সাড়া দেন এবং বিপদ দূর করেন? [সূরা নামল : ৬২]

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾

আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞাসা করে আমার ব্যাপারে, বস্তুত আমি রয়েছি সন্নিহিতে। যারা প্রার্থনা করে তাদের প্রার্থনা কবুল করি, যখন তারা আমার কাছে প্রার্থনা করে। [সূরা বাকারা : ১৮৬]

একজন আরব কবি বলেছেন—

‘ধৈর্যশীল ব্যক্তি কতই না উত্তমরূপে তার উদ্দেশ্য লাভ করতে পারে। আর যে অনবরত দরজায় কড়া নাড়ে, সে কতই না উত্তমরূপে ভিতরে প্রবেশ করতে পারে।’

৩. গুনাহের কারণে অনুভূতির মৃত্যু

গুনাহ করতে করতে বহু গাফেল ও উদাসীন লোকের অনুভূতিরই মৃত্যু ঘটে। তাদের বোধ-বুদ্ধি ও বিবেচনাশক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়। এমনকি এক পর্যায়ে পৌঁছে তারা মনে করে- তারা অনেক বড় কল্যাণের উপরই প্রতিষ্ঠিত আছে। অতঃপর কোনো এক সময় যদি তাদের গুনাহ-খাতা ও কৃতকর্মের প্রকৃত রূপ নিজেদের সামনে পরিষ্কার হয়ে যায়, তখন বিস্ময়ের শেষ থাকে না।

أَمَّا وَاللَّهِ لَوْ عَلِمَ الْأَتَّامُ لِمَا * خُلِقُوا لِمَا عَقَلُوا نَامُوا
لَقَدْ خُلِقُوا لِمَا لَوْ أَبْصَرَتْهُ * عُيُونُ قُلُوبِهِمْ تَاهُوا وَهَامُوا
مَمَاتٌ ثُمَّ قَبْرٌ ثُمَّ حَشْرٌ * وَتَوْبِيخٌ وَأَهْوَالٌ عِظَامٌ

শুনে রাখ! আল্লাহর কসম! যদি মানুষ জানত তাদেরকে কী উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে, তা হলে তারা কখনও গাফেল হত না, ঘুমাতে পারত না। তাদেরকে যে জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, যদি তারা তা অন্তরের চোখ দিয়ে দেখতে পেত, [উপলব্ধি করতে সক্ষম হত], তা হলে তারা দিশেহারা ও উন্মত্ত হয়ে যেত! [কারণ, তাদের সামনে রয়েছে] মৃত্যু, কবর, তারপর হাশর, অতঃপর নিন্দা-ভৎসনা ও কঠিন শাস্তির ভয়। [আল-মুদহিশ লি ইবনিল জাওয়ী : ১২২]

৪. প্রবৃত্তির অনুসরণ

প্রবৃত্তির অনুসরণ মানুষকে আল্লাহ ﷻ ও আখেরাত থেকে গাফেল করে দেয়।

আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন-

﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ ﴿٢٠﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ﴾



পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং প্রবৃত্তি থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে; তার ঠিকানা হবে জান্নাত। [সূরা নাযিয়াত : ৪০-৪১]

আল্লাহ ﷻ প্রবৃত্তির অনুসরণকে হকপরিপন্থী বলে সাব্যস্ত করেছেন এবং তাকে গোমরাহির একটি প্রকার বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন, পবিত্র কুরআনে তিনি ইরশাদ করেছেন—

﴿يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾

হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি। অতএব, তুমি মানুষের মাঝে সুবিচার কর এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। কেননা, তা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দিবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয়, তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি— এ কারণে যে, তারা হিসাবদিবসকে ভুলে যায়।

[সূরা ছ-দ : ২৬]

এ আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারলাম, যারা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তারা মূলত আল্লাহ ও আখেরাত থেকে বিস্মৃতি ও গাফলতের পথে চলে। অতএব, মানুষকে তার প্রবৃত্তির অনুসরণ করা থেকে সম্পূর্ণরূপে বেঁচে থাকতে হবে, যাতে সে গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে না যায়।

৫. কাজ ও রিযিকের তালাশ

কোনো সন্দেহ নেই— নিজের, পরিবার-পরিজনের এবং যাদের ব্যাপারে আল্লাহ ﷻ আদেশ করেছেন, তাদের জীবিকা নির্বাহ ও ভরণপোষণের জন্য একজন মানুষ কাজকর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে আদিষ্ট। কিন্তু সমস্যাটা দেখা দেয় তখন, যখন এ কাজ ও ব্যবসা-বাণিজ্যই আল্লাহ ﷻ ও আখেরাত থেকে গাফেল হওয়ার কারণে পরিণত হয়। তখন এ কাজ ও ব্যবসা-বাণিজ্যই তার একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়।

পক্ষান্তরে মুমিনদের গুণ হল, তারা ব্যবসা-বাণিজ্য ও কাজকর্মের কারণে আল্লাহ ﷻ থেকে গাফেল হয় না; উদাসীন হয় না। যেমন, আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন—

﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾ ٢٦ ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ *

আল্লাহ যেসব গৃহকে সমুন্নত করার এবং সেগুলোতে তাঁর নাম উচ্চারণ করার আদেশ দিয়েছেন, সেখানে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এমন লোকেরা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় যাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে, নামায কায়েম করা থেকে এবং যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সেই দিনকে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে। [সূরা নূর : ৩৭]

হুশাইম রাহিমাহু সাইয়ার এর সূত্রে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাহিমাহু থেকে বর্ণনা করেছেন, একবার তিনি দেখলেন, নামাযের জন্য আযান দেয়ার সাথে সাথেই বাজারের লোকেরা তাদের বেচাকেনা ছেড়ে নামাযের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। এতদদৃষ্টে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাহিমাহু বললেন, এই সকল লোক সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে— ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ ‘ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় যাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত রাখে না।’

আমর ইবনে দীনার কাহরমানী রাহিমাহু সালেম এর সূত্রে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাহিমাহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি একদিন বাজারে ছিলেন। এমন সময় নামাযের জন্য আযান দেয়া হল। তৎক্ষণাৎ লোকেরা তাদের দোকানপাট বন্ধ করে মসজিদে প্রবেশ করল। এ দেখে আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাহিমাহু বললেন, এদের ব্যাপারেই নাযিল হয়েছে— ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾

ইবনে আবি হাতিম রাহিমাহু সনদসহ আবুদদারদা রাহিমাহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি ব্যবসা করি। প্রতিদিন আমার তিনশত

দিনার লাভ হয়। তবুও আমি নামাযের সময় হলে এসব ছেড়ে মসজিদে চলে যাই। ব্যবসা করা এবং ব্যবসায় লাভবান হওয়া হালাল নয়- আমি এ কথা বলি না। তবে আমি আল্লাহ ﷻ যাদের ব্যাপারে ঘোষণা করেছেন- رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ‘ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় যাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত রাখে না।’ তাদের অন্তর্ভুক্ত হতে ভালোবাসি।

আমর ইবনে দিনার আল-আ‘ওয়ার ﷺ বলেন, আমি একবার সালেম ইবনে আবদুল্লাহ এর সাথে ছিলাম। আমরা মসজিদে যাবার জন্য বাজার অতিক্রম করছিলাম। তখন দেখতে পেলাম, বাজারের লোকজন সকলে নামাযের জন্য চলে গেছে এবং জিনিসপত্র ঢেকে রেখেছে, কিন্তু সেগুলো পাহারা দেবার মতো কেউ সেখানে নেই। তখন সালেম ইবনে আবদুল্লাহ এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন- رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ‘ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় যাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত রাখে না।’ অতঃপর বললেন, যারা নিজেদের মাল-সামানা এভাবে ফেলে রেখে নামাযের জন্য চলে গেছে, তাদের সম্পর্কেই আল্লাহ ﷻ এ আয়াত নাযিল করেছেন। [তাফসীরে ইবনে কাসীর : ৩/৩৬৩]

৬. খেলাধুলা ও ক্রীড়া

খেলাধুলা ও ক্রীড়া গাফলতির বড় বড় কারণসমূহের অন্যতম। আর এজন্যই নবীজী ﷺ তাঁর যামানায় বিদ্যমান খেলাধুলার কোনো কোনেটিতে লিগু হতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন- এগুলো গাফলতের অন্যতম কারণ। যেমন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন-

مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ جَفَا وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ وَمَنْ أَتَى السُّلْطَانَ افْتِنَ.
যে মরুভূমিতে বসবাস করে, তার অন্তর কঠিন হয়ে যায়। যে শিকারের পিছনে ছুটে, সে গাফেল হয়ে যায়। আর যে রাজা-

বাদশাহর কাছে আসা-যাওয়া করে, সে ফেতনায় পতিত হয়।
[সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ২৮৫৯]

ইবনে হাজার আসকালানী رحمہ اللہ বলেন, বর্ণিত হাদীসটি ওই ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যে এ সকল কাজে সর্বদা লিপ্ত থাকে। ফলে এগুলো তাকে দ্বীনী ও অন্যান্য কল্যাণকর যাবতীয় বিষয়াশয় থেকে গাফেল ও উদাসীন করে দেয়। [ফাতহুল বারী : ৯/৬৬২]

অতএব, যে ব্যক্তি এ সকল কাজে সর্বোতভাবে লিপ্ত হয়ে পড়বে এবং এগুলোই তার ধ্যান-ধারণায় পরিণত হবে, অচিরেই তার অন্তর পরিপূর্ণরূপে গাফেল হয়ে যাবে। সে নামাযের কথা ভুলে যাবে; আল্লাহ ﷻ-র স্মরণের কথা ভুলে যাবে; আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করা, নামাযের জামাতে শরিক হওয়া ইত্যাদি সকল ভালো ও পুণ্যকর্মের কথা বিস্মৃত হয়ে যাবে।

এখানে লক্ষ্যণীয়, শিকারে বের হওয়ায় শারীরিক বিভিন্ন উপকার রয়েছে। যেমন, শরীর শক্ত সুগঠিত ও মজবুত হয়, যা জিহাদের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতে কাজে লাগে। তা সত্ত্বেও যদি শিকার করা বা শিকারের পিছনে ছোট গাফলতের কারণ হয়, তা হলে বর্তমান যামানায় প্রচলিত ইলেক্ট্রনিক গেমসের ব্যাপারে কী বলা যেতে পারে?! আমাদের বর্তমান যামানায় প্রচলিত ইলেক্ট্রনিক গেমসগুলো সব দিক দিয়েই অত্যন্ত ক্ষতিকর; গাফলতের অনেক বড় কারণ ও উপকরণ। একেকটি গেমসে একের পর এক স্টেপ বা পর্ব অনবরত তৈরি হতে থাকায় তা একজন মানুষকে পরিপূর্ণরূপে আসক্তি ও গাফলতিতে ডুবিয়ে রাখার জন্য একাই যথেষ্ট। অন্য কিছু দরকার নেই। এ গেমসগুলোর কারণে মানুষের বেহিসাব সময় নষ্ট হয়। মানুষকে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘ সময় দ্বীনী-দুনিয়াবী যাবতীয় বিষয় থেকে একেবারেই গাফেল করে রাখে। এককথায়, জীবনের অপূরণীয় ক্ষতি করে ছাড়ে!

গেমস নির্মাতা কোম্পানিগুলো সর্বদা নিজেদের মধ্যে এই প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকে, যেন তাদের গেমসগুলোই বাজার দখল করে রাখতে পারে; তাদের গেমসই যেন সর্বাধিক বিক্রির শীর্ষে থাকে। তা হলে একবার ভেবে দেখুন, কী হতে পারে এ গেমগুলোর প্রকৃতি?!

আর এ গেমসগুলো আমাদের শিশু-কিশোর ও যুবকদের কী পরিমাণ সময় নষ্ট করে দিচ্ছে?!

বর্তমানে প্রচলিত গেমসসমূহের অনেকগুলোই এক-দুই ঘণ্টায় শেষ হয় না। বরং কোনো কোনোটি এক-দুই দিনেও শেষ হয় না। আবার কোনো কোনোটি পুরো সপ্তাহ বা তার চেয়েও বেশি সময় নিয়ে নেয়। আর কোনো কোনোটি শেষ করতে সময় লেগে যায় পুরো এক মাস বা তারও অধিক!!

তা ছাড়া একবার দুইবার বা স্বাভাবিক চেষ্টা-প্রচেষ্টায় এ গেমসগুলোর শেষ পর্যন্ত যাওয়া যায় না। এগুলোর শেষ পর্যন্ত যেতে হলে, একজন খেলোয়াড়কে গেমসে বিজয়ী হতে হলে অনবরত অনুশীলন ও চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়। বরং বলা ভালো, খেলোয়াড়ের জন্য পরিপূর্ণ অধ্যবসায় ও একাগ্রতার প্রয়োজন হয়। তারপরই কেবল শেষ পর্যন্ত যাওয়া যায়।

এখানেই শেষ নয়। কোনো খেলোয়াড় যদি উপরোক্ত সকল বিষয়ে মনোযোগী হয়ে এবং জীবনের বহু মূল্যবান সময় নষ্ট করে কোনোভাবে শেষ পর্যন্ত পৌঁছেই যায়, তা হলে গেমস নির্মাতা কোম্পানিগুলো তার দ্বিতীয় পর্ব বাজারে ছাড়ে! তারপর তৃতীয় পর্ব! তারপর পরবর্তী পর্ব... এভাবে চলতেই থাকে। এক পর্বের পর আরেক পর্ব। আমাদের সন্তানরা পুরনো খেলার পর নতুন আরেক খেলার নেশায় মেতে ওঠে। এভাবে তারা সময় নষ্ট ও জীবন ধ্বংসের অন্তহীন এক পথে এগিয়ে চলছে!!

গেমসের প্রতি মানুষের এ দুর্বার আগ্রহ ও নেশা দেখে তার সুবিধা ভোগ করছে কিছু কিছু স্যাটেলাইট চ্যানেল। বিশেষ কিছু চ্যানেল তৈরি হয়েছে ইলেক্ট্রনিক এ গেমসগুলোকে কেন্দ্র করে। তারা সেখানে নিয়মিত গেমসের সর্বশেষ ভার্সন ও তার খবরাখবর প্রচার করে। সেগুলো কীভাবে খেলতে হয় তার টিপস ও অন্যান্য খুঁটিনাটি বিষয়েও সকলকে তালিম দিয়ে থাকে!!

প্রশ্ন : এ গেমসগুলো থেকে আমাদের সন্তানরা কী ফায়দা পাচ্ছে?



গাফলতি ছাড়ুন

উত্তর : এই গেমসগুলো থেকে আমাদের সন্তানরা স্নায়ুচাপ বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যের অবনতি, দৃষ্টিশক্তি-হ্রাস, চিন্তার অবশতা ইত্যাদি মারাত্মক ক্ষতিকর বিষয়গুলি ছাড়া আর কিছুই পাচ্ছে না। তা ছাড়া একটানা দীর্ঘক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে স্ক্রিনের সামনে বসে থাকার ফলে আরও বহু ধরনের উদাসীনতা ও চিন্তার দুর্বলতা সৃষ্টি হয়।

হায়! যদি এগুলোর ক্ষতি এ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকত! কিন্তু আরও ভয়ঙ্কর কথা হচ্ছে, এ গেমসগুলো আমাদের কোমলমতি সন্তানদের মনে শিরক ও কাফের-মুশরিকদের প্রতি ভালোবাসার বীজ বপন করে দিচ্ছে!!

– কীভাবে?

একবার এক মা তার ছোট্ট বাচ্চাকে গেমস খেলতে নিষেধ করছিল। কিন্তু ছেলেটি চিৎকার করে বলে ওঠল– আমাকে ছেড়ে দাও! আমাকে খেলতে দাও! আমি আর কখনও গির্জায় প্রবেশ করব না!

– মা তো অবাক! গেমসের সাথে গির্জার কী সম্পর্ক?!

অনাকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যভেদ!

– তা হলে ঘটনা কী?

ঘটনা হচ্ছে– গেমসটিতে খেলোয়াড় যদি কোনো পর্বের কোথাও গিয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে বা লেভেল নীচে নেমে আসে, তা হলে সে নিজের আত্মশক্তি বৃদ্ধি ও সজীবতা লাভের জন্য গির্জায় প্রবেশ করে। গির্জায় প্রবেশ করলে সে সুস্থ ও সবল হয়ে ওঠে। অতঃপর নতুন উদ্যমে বাকি অংশ বা পর্ব চালিয়ে যেতে পারে!

প্রিয় পাঠক!

এরপরও কি আমরা অবহেলা করব?! আমাদের সন্তানদের এ মারাত্মক ক্ষতির ব্যাপারে উদাসীন থাকব?! এরপরও কি আমরা প্রশ্ন করব– এ গেমসগুলো থেকে আমাদের সন্তানদের কী ফায়দা হচ্ছে?!

– শুধু তাই নয়, এ প্রশ্ন করারও তো আর কোনো সুযোগ নেই– এ গেমসগুলো কি আমাদের সন্তানদের কোনো ক্ষতি করছে?!



এ গেমসগুলো আমাদের সন্তানদের কত নামায় নষ্ট করেছে, জীবনের কত সময়, কত দীর্ঘ সময় আল্লাহ ﷻ-র যিকির ও স্মরণ থেকে এবং তাঁর আনুগত্য থেকে গাফেল রেখেছে, তার কোনো হিসাব নেই; কোনো ইয়ত্তা নেই।

– এ গেমসগুলো কি আমাদের সন্তানদের কুরআন হিফজ করা থেকে গাফেল রাখছে না?!

– পিতামাতার আনুগত্য থেকে বিমুখ রাখছে না?!

বরং এগুলো তো তাদেরকে দৈনন্দি আহর-বিহার থেকেও গাফেল রাখছে! যা তাদের সুস্থতা ও সুখম বৃদ্ধির জন্য অন্যতম শর্ত।

৭. বিনোদন ও বিলাসিতা

বর্তমানে আমোদ-প্রমোদ, আনন্দ-বিনোদন ও শৌখিনতা একটি শিল্পে পরিণত হয়েছে। এর ফলে মানুষ যারপরনাই গাফলত ও উদাসীনতায় জীবন যাপন করছে।

এ সকল বিনোদনের তালিকায় থাকে— আনন্দভ্রমণ, বড় বড় হোটেল, উন্মুক্ত ও বাধহীন বুফে, নানা রকম খাবার, যা প্রস্তুত করতে এবং খেতে আজ মানুষ বহু মূল্যবান সময় অকাতরে নষ্ট করে চলছে!

আপনি বাজারগুলোর দিকে তাকান। তা হলে দৈনন্দি খাবার-দাবার ক্রয় ও তার ব্যবস্থাপনার জন্য মানুষের ব্যস্ততার পরিধি অনুমান করতে পারবেন।

৮. দুনিয়ার প্রতি ঝোঁক

কোনো সন্দেহ নেই— দুনিয়ার ভালোবাসা ও দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়া গাফলতির অন্যতম কারণ। কেননা, এ ভালোবাসা ও ঝোঁকে পড়া মানুষকে তার নিজের নফসের হিসাব নিতে দেয় না। বরং মানুষের আশাকে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘ ও অন্তহীন করে তোলে এবং তাকে মিথ্যা আশায় আশাবিত করে থাকে; তার তাওবা বিলম্ব থেকে আরও বিলম্বিত করতেই থাকে।

সে যদি তার অন্তর থেকে দুনিয়ার মোহ ও ভালোবাসা বের করে দিতে পারত, তা হলে সে আল্লাহ ও আখেরাত থেকে কখনোই গাফেল হত না। এভাবে তার আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তির চাহিদাকে লাগামহীন ছেড়ে দিত না। পাশাপাশি সে এ-ও বুঝতে পারত, দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী, এটা থাকার জায়গা নয়; বরং অতিক্রমের একটি মাধ্যম মাত্র।

৯. বাতিল ও গাফেলদের সঙ্গে মেলামেশা

বাতিলদের সাথে ওঠাবসা, চলাফেরা, মেলামেশা গাফলতির অন্যতম কারণ। যেমন, আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন—

﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾

আপনি নিজেকে তাদের সংসর্গে আবদ্ধ রাখুন, যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের পালনকর্তাকে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে আহ্বান করে এবং আপনি পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে তাদের থেকে নিজের দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবেন না। আপনি তার আনুগত্য করবেন না, যার অন্তরকে আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি, যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা। [সূরা কাহফ : ২৮]

অপর এক আয়াতে তিনি ইরশাদ করেছেন—

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। ফলে আল্লাহও তাদেরকে আত্মবিস্মৃত [গাফেল] করে দিয়েছেন। তারাই ফাসেক-অবাধ্য। [সূরা হাশর : ১৯]

অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ ﷻ-কে ভুলে যেয়ো না। অন্যথায় কেয়ামত দিবসে যে আমলে সালেহ তোমাদের উপকারে আসবে, তা তোমাদের

ভুলিয়ে দেওয়া হবে। অর্থাৎ তোমাদেরকে নেক আমলের তাওফীক দেওয়া হবে না।

তাই আল্লাহ ﷻ বলেন, **أُولَٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُونَ** ‘তারাই ফাসেক-অবাধ্য।’ অর্থাৎ যারা আল্লাহ ﷻ-র কথা ভুলে যায়, তারা ফাসেক তথা আল্লাহ ﷻ-র না-ফরমান। কেয়ামতের দিন তাদের ধ্বংস অনিবার্য। যেমন, অপর এক আয়াতে আল্লাহ ﷻ বলেন—

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে। যারা এমন করবে, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। [সূরা মুনাফিকুন : ৯]

১০. মুবাহ কাজ অধিক হারে করা

মুবাহ কাজ [সাধারণ বৈধ কাজ; যা কেবলই বৈধ ও অনুমোদিত; যা পাপ-পুণ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়।] অধিক হারে করা ‘গাফলতি ডেকে আনে। কেননা, এ ধরনের কাজ অন্তরকে কঠিন ও রুক্ষ করে তোলে।

আপনি হাল যামানার মানুষের দিকে তাকান। তাদের নিয়ে একটু ভাবুন। দেখবেন, অধিক হারে মুবাহ কাজে ব্যস্ত থাকা তাদেরকে আল্লাহ ও আখেরাত থেকে গাফেল করে দিচ্ছে।

ওই ব্যক্তির ব্যাপারে কী বলা যেতে পারে, দিনের অধিকাংশ সময় যে কাজে ব্যস্ত থাকে; অতঃপর খাবার খেতে অবসর হয়। তারপর ঘুমিয়ে পড়ে। পরবর্তী দিন সকালে ঘুম থেকে জেগে আবার বিশ্রাম নেয় কিংবা পরিবার বা বন্ধু-বান্ধবের সাথে বিনোদনে বের হয়। এক সময় দিন গড়িয়ে রাত আসে। এভাবেই এবং এ জাতীয় কাজেই তার দিন-রাত পার হতে থাকে। তা হলে—

— এটা কেমন ধরনের জীবন?!

— এমন ব্যক্তির কাছ থেকে তেমন কী আশা করা যেতে পারে?!

গাফলতির প্রধানতম কারণ হচ্ছে অন্তর কঠিন হয়ে যাওয়া। এখানে আমরা এমন কিছু বিষয়ের সংক্ষিপ্ত তালিকা তুলে ধরছি, যা মানুষের অন্তরকে কঠিন করে তোলে। যেমন—

১. নামাযের জামাতে শরিক হওয়ার ব্যাপারে অবহেলা করা এবং সকাল সকাল মসজিদে না যাওয়া।
২. কুরআনে কারীম পরিত্যাগ করা। অর্থাৎ বিনয়-নম্রতা আর মনোযোগ ও চিন্তা-গবেষণা সহকারে কুরআনে কারীম তিলাওয়াত না করা।
৩. হারাম উপার্জন করা। যেমন, সুদ, ঘুষ এবং বেচাকেনাসহ অন্যান্য লেনদেনে প্রতারণা ও জালিয়াতিসহ হারাম পদ্ধতিতে আয়-উপার্জন করা।
৪. অহঙ্কার, বড়াই, আত্মস্তুরিতা, প্রতিশোধপরায়ণতা, মানুষের দোষত্রুটি ও অপরাধ ক্ষমা না করা, মানুষকে অবহেলা করা, নিকৃষ্ট মনে করা, মানুষকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা।
৫. দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়া, দুনিয়া দ্বারা প্রভাবিত ও প্রভাবিত হওয়া, আখেরাতের কথা ভুলে যাওয়া।
৬. বেগানা নারীর দিকে তাকানোসহ যেকোনো হারাম দৃষ্টি দেওয়া।
৭. স্বীয় গুনাহের দিকে না তাকিয়ে কেবল অন্যের দোষত্রুটি তালাশ করা, মানুষের সমালোচনা করা।
৮. বহু দিন দুনিয়ায় থাকব, অনেক কিছুর মালিক হব— এমন ধারণা-বিশ্বাস ও আশা অন্তরে পোষণ করা।
৯. আল্লাহ ﷻ-র যিকির না করে অযথা বেশি কথা বলা। অধিক হারে হাসি-তামাশা করা।
১০. অধিকহারে পানাহার করা।
১১. অধিক ঘুমানো।
১২. মানুষের উপর জুলুম করা।

১৩. শরীয়তের আদেশ-নিষেধ লঙ্ঘন হওয়ার কারণ ব্যতীত অন্য কোনো কারণে রাগ করা।
১৪. ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার উদ্দেশ্য ব্যতীত কাফের রাফ্টে ভ্রমণে যাওয়া।
১৫. মিথ্যা, গীবত, চোগলখুরী করা।
১৬. মানুষের মাঝে ঝগড়া-বিবাদ ও ফাসাদ সৃষ্টি করা।
১৭. খারাপ লোকদের সাথে ওঠাবসা করা।
১৮. অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করা।
১৯. কোনো মুসলমানের উন্নতি সহ্য করতে না পারা, বরং তার ধ্বংস বা অবনতি কামনা করা।
২০. কোনো মুসলমান ভাইয়ের সাথে শত্রুতা পোষণ করা।
২১. অযথা সময় নষ্ট করা।
২২. ইসলামী জ্ঞান শিক্ষা না করা এবং ইসলামী শিক্ষা থেকে নিজেকে দূরে রাখা।
২৩. জাদুকর, গণক, জ্যোতিষী, তন্ত্রমন্ত্রকারীর নিকট গমন করা।
২৪. মাদক ও নেশাদ্রব্য সেবন করা।
২৫. সকাল-সন্ধ্যার যিকির-আযকার পাঠ না করা।
২৬. গান-বাদ্য শোনা, অশ্লীল চিত্র দেখা, অশ্লীল লেখা বা ম্যাগাজিন পড়া।
২৭. আল্লাহ ﷻ-র কাছে দোয়া না করা।

যে সকল বিষয়ে মানুষ গাফেল

বর্তমান যামানায় গাফেল মানুষের সংখ্যা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষ যে সকল কাজ থেকে গাফেল থাকে, তার সংখ্যাও অনেক। একজন মুমিনের দায়িত্ব ও কর্তব্য- তার আরেক মুমিন ভাইকে এ বিষয়গুলো স্মরণ করিয়ে দেওয়া এবং সতর্ক করা; যাতে সে সচেতন হতে পারে এবং উপদেশের ফলে তা বাস্তবায়ন করে উপকৃত হতে পারে।

যে সকল বিষয়ে মানুষ গাফলতি, উদাসীনতা ও অবহেলার পরিচয় দেয়, তার কয়েকটি উদাহরণস্বরূপ নিম্নরূপ-

১. দ্বীন শেখায় গাফলতি

দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতা মানুষকে গুনাহে লিপ্ত করে। আর গুনাহ মানুষের অন্তরকে রুম্ম ও কঠিন করে তোলে। এভাবে বান্দা আল্লাহ ও আখেরাত থেকে গাফেল হয়ে পড়ে।

- যে ব্যক্তি পুলসিরাত ও মীযানের অস্তিত্ব সম্পর্কেই অজ্ঞ, সে কীভাবে আখেরাতের হিসাব-নিকাশকে ভয় করবে?!

- যে জানে না- মানুষের অন্তর দয়াময় আল্লাহর দুই আঙুলের মাঝে থাকে; তিনি যেভাবে চান সেভাবেই তাকে পরিবর্তন করেন, সে জীবনের মন্দ পরিসমাপ্তিকে কীভাবে ভয় করবে?!

এ ধরনের অজ্ঞতা ও মূর্খতা মুসলিমদের মাঝে ফাটল তৈরি করে। পরস্পরে বিভেদ সৃষ্টি করে। নিজেদেরকে অন্ধকার ও গোমরাহিতে

নিমজ্জিত করে। কখনও কখনও নেককার-ব্যুর্গদের ব্যাপারেও গুনাহে লিপ্ত হতে উদ্ভত করে তোলে। [নীচের ঘটনাটি যার বাস্তব উদাহরণ।] কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবী আল-মালেকী رحمہ اللہ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার বিখ্যাত ফকীহ শায়খ তরতুশী رحمہ اللہ মুসলিম স্পেনে সফরে গেলেন। নামায আদায়ের জন্য তিনি উপকূলীয় শহরের এক মসজিদে প্রবেশ করলেন।



– ওই মসজিদে তখন ইবনুল আরাবী رحمہ اللہ উপস্থিত ছিলেন।

শায়খ তরতুশী رحمہ اللہ নফল নামায আদায় করলেন। নামাযে রফয়ে ইয়াদাইন করলেন। অর্থাৎ রুকুতে যাওয়ার সময় এবং রুকু থেকে ওঠার সময় হাত ওঠালেন। এ আমলটিও রাসূলুল্লাহ ﷺ-র সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু স্পেনে মালেকী মাযহাবের অনুসারীদের মাঝে তখন হাত না ওঠানোর বর্ণনাটি প্রসিদ্ধ ছিল। তাদের আমলও ছিল সে অনুযায়ীই।

যাহোক, শায়খ তরতুশী رحمہ اللہ এর নামাযে হাত ওঠানোর বিষয়টি সেখানে উপস্থিত নৌবাহিনী-প্রধানের কাছে খারাপ মনে হল। অথচ এ আমল সেখানকার মালেকী মাযহাবের অনুসারীদের প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত আমলের বিপরীত হলেও তা কিন্তু সুন্নাত দ্বারাই প্রমাণিত। মসজিদের এক পাশে বসে তখন ইবনুল আরাবী رحمہ اللہ নামাযের অপেক্ষা করছিলেন। এমতাবস্থায় নৌবাহিনী-প্রধান তার কয়েকজন সৈনিককে আদেশ করলেন শায়খ তরতুশী رحمہ اللہ-কে হত্যা করে সমুদ্রে ফেলে দিতে!

কাযী আবু বকর ইবনুল আরাবী رحمہ اللہ বলেন, এ নির্দেশ শুনে আমার প্রাণ সারা দেহে ছোটাছুটি করতে লাগল! আমি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম। বললাম, আরে! ইনি তো যামানার বিখ্যাত ফকীহ শায়খ তরতুশী!

আমার কথা শুনে তারা আমাকে বলল, তা হলে তিনি নামাযে এভাবে হাত ওঠাচ্ছেন কেন?!

এরপর ইবনুল আরাবী  তাদের বোঝালেন- এটিও রাসূলুল্লাহ -র সুন্নাত দ্বারা প্রমাণিত একটি আমল। এমনকি মালেকী মাযহাবের এক মতও এমনই; তবে সেটি প্রসিদ্ধ মত নয়। এভাবে এক পর্যায়ে তারা শান্ত হল। [তায়সীরে কুরতুবী : ১৯/২৮১, কিছুটা পরিবর্তনের সাথে আল ই'তিসাম লিশ শাতিবী : ১/২৭৪]

প্রিয় পাঠক!

একটু ভাবুন! দ্বীনের ব্যাপারে অজ্ঞতা জাহেল ও গাফেলদের কোন পর্যায়ে নিয়ে যায়! এমনকি তারা মুসলমানের রক্ত পর্যন্ত বৈধ মনে করে। অথচ তিনি হক ও সুন্নাতের উপরই আছেন। এ সব কিছুই কারণ হচ্ছে দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতা ও জ্ঞানদৈন্যতা।

দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতা ও মূর্খতা মারাত্মক অপরাধ ও গুনাহের কাজ। মূর্খতা হচ্ছে আত্মার মৃত্যু। জীবন ও হায়াত ধ্বংস করার নাম। মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে মূর্খতা থেকে বেঁচে থাকতে এবং এর নিন্দা জ্ঞাপন করে ইরশাদ করেছেন-


﴿إِنِّي أَعْطَكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾

আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, যেন তুমি মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত না হও। [সূরা হূদ : ৪৬]

শুধু তাই নয়, অপর এক আয়াতে তিনি মূর্খতাকে মৃত্যুর সঙ্গে তুলনা করে ইরশাদ করেছেন-

﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَخْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا﴾

আর যে ছিল মৃত, অতঃপর আমি তাকে জীবন দিয়েছি এবং তাকে এমন একটি আলো দিয়েছি, যা নিয়ে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে, সে কি ওই ব্যক্তির মতো, যে অন্ধকারে রয়েছে, যেখান থেকে সে বের হতে পারে না? [সূরা আনআম : ১২২]

অর্থাৎ যার অন্তর ঈমানের নূরে আলোকিত হয়েছে এবং আল্লাহ -র পথের দিশা লাভ করেছে, সে কি কখনও ওই লোকের ন্যায় হতে পারে, যে বিভিন্ন প্রকার জাহেলিয়াত ও পথভ্রষ্টতার অন্ধকারে

নিমজ্জিত থেকে হাবুডুবু খাচ্ছে? উপরন্তু সে ওই বেসমানীর অন্ধকার থেকে কখনও বের হতে পারে না, মুক্তি পেতে পারে না; আলোর সাথে যার কখনও পরিচয় হবে না?

কখনোই এই দুই দল এক হতে পারে না। এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সঃ-কে বলতে শুনছি, তিনি ইরশাদ করেছেন-

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ خَلْقَهُ فِي ظُلْمَةٍ ثُمَّ أَلْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ يَوْمَئِذٍ فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ نُورِهِ يَوْمَئِذٍ اهْتَدَى وَمَنْ أَخْطَأَهُ ضَلَّ.

আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকে অন্ধকারে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি স্বীয় নূরের জ্যোতি বর্ষণ করেছেন। সুতরাং, সেদিন যে সেই নূরের আলোকপ্রভা লাভ করেছে, সে সৎ পথ পেয়েছে। আর যে ভুল করেছে অর্থাৎ সেই নূরের নাগাল পায়নি, সে বিপথগামী হয়েছে। [সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২৬৪২, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৬৬৪৪]

আল্লাহ সঃ ইরশাদ করেন-

﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَهُمُ الظَّالِمُونَ يُخْرِجُهُمُ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

যারা ঈমানদার আল্লাহ তাদের অভিভাবক। তাদেরকে তিনি বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে। আর যারা কুফরী করে, তাদের অভিভাবক হচ্ছে তাগুত। তারা তাদেরকে আলো থেকে বের করে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই হল জাহান্নামের অধিবাসী, চিরকাল তারা সেখানেই থাকবে।

[সূরা বাকারা : ২৫৭]

অপর এক স্থানে তিনি ইরশাদ করেছেন-

﴿أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾
যে ব্যক্তি উপুড় হয়ে মুখে ভর দিয়ে চলে, সে কি সৎ পথে চলে, না সে ব্যক্তি, যে সোজা হয়ে সরলপথে চলে? [সূরা মুলক : ২২]

আরও ইরশাদ করেছেন—

﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْبَصِيرِ وَالسَّبْعِ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا ۖ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾

উভয় পক্ষের দৃষ্টান্ত হচ্ছে যেমন অন্ধ ও বধির এবং যে দেখতে পায় ও শুনতে পায়; উভয়ের অবস্থা কি এক সমান? তবুও কি তোমরা ভেবে দেখবে না? [শিক্ষা গ্রহণ করবে না?] [সূরা হূদ : ২৪]

অন্যত্র ইরশাদ করেছেন—

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ﴾ (১৭) ﴿وَلَا الظُّلُمُتُ وَلَا النُّورُ﴾ (২০) ﴿وَلَا الْحَيُّوَّةُ وَالْمَيِّتُ﴾ (২১) ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ﴾ (২২) ﴿إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ﴾

দৃষ্টিমান ও দৃষ্টিহীন সমান নয়। সমান নয় অন্ধকার ও আলো। সমান নয় ছায়া ও তপ্তরোদ। আরও সমান নয় জীবিত ও মৃত। আল্লাহ শ্রবণ করান যাকে ইচ্ছা। আপনি কবরে শায়িতদের শুনতে সক্ষম নন। আপনি তো কেবল একজন সতর্ককারী। [সূরা ফাতির : ১৯-২৩]

এ ছাড়াও আরও বহু আয়াত-হাদীসে মুখতা ও দ্বীনী ইলম সম্পর্কে অজ্ঞতার ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে এবং তার ব্যাপারে নিন্দা করা হয়েছে। অপরদিকে দ্বীনী ইলম অর্জন করার আবশ্যকীয়তা ও গুরুত্ব বোঝানোর জন্য নবীজী ﷺ ইরশাদ করেছেন—

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

দ্বীনী ইলম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। [সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ২২৪]

অনেকের ধারণা, ইলম অর্জনের বিষয়টি কেবল ফযীলতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ ইলম অর্জন করা ভালো এবং সাওয়াবের কাজ আর না করা দোষণীয় নয়, তবে সাওয়াব ও ফযীলত থেকে বঞ্চিত হওয়ার নামাস্তর মাত্র। কিন্তু বিষয়টি কি আদৌ এমন? ফযীলতের মধ্যেই কি ইলম সীমাবদ্ধ? না; মোটেই তা নয়। কারণ, এই মাত্রই আমরা নবীজী

ﷺ-র বাণী উল্লেখ করে এসেছি, যেখানে তিনি ইরশাদ করেছেন, দ্বীনী ইলম অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয।

হাঁ, এ ফরয দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়ার ফযীলত অবশ্যই অনেক অনেক বেশি। যেমন, আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন—

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾

[হে নবী!] আপনি বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না; তারা কি সমান হতে পারে? উপদেশ কেবল জ্ঞানীরাই গ্রহণ করে। [সূরা যুমার : ৯]

অপর এক স্থানে তিনি ইরশাদ করেছেন—

﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾

তিনি যাকে ইচ্ছা হিকমত তথা ইলমে দ্বীনের জ্ঞান দান করেন, এবং যাকে হিকমত তথা দ্বীনের জ্ঞান দান করেন, মূলত তাকেই প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়। আর উপদেশ তো কেবল তারাই গ্রহণ করে, যারা জ্ঞানবান। [সূরা বাকারা : ২৬৯]

আরেক আয়াতে ইরশাদ করেছেন—

﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যারা জ্ঞানপ্রাপ্ত [আলেম], আল্লাহ তাদের মর্যাদা উচ্চ করে দেন। আর আল্লাহ খবর রাখেন, তোমরা যা কিছু কর। [সূরা মুজাদালা : ১১]

এক হাদীসে নবীজী ﷺ ইরশাদ করেছেন—

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفْقَهُهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي.

আল্লাহ যার কল্যাণ কামনা করেন, তাকে ‘তাফাক্কুহ ফিদ-দ্বীন’ তথা দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন। আমি তো কেবল বিতরণকারী মাত্র, আল্লাহই তো দাতা। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭১, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৪৩৯]

গাফলতি ছাড়ুন

আবু হুরায়রা রাঃ-র সূত্রে বর্ণিত এক হাদীসে নবীজী সঃ ইরশাদ করেছেন-

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ
أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

মানুষ যখন মারা যায়, তখন তিনটি আমল ছাড়া তার যাবতীয় আমল বন্ধ হয়ে যায়। [আমল তিনটি হচ্ছে-] ১. সদকায়ে জারিয়া; ২. ইলমে নাফে' তথা এমন ইলম, যা দ্বারা অন্যরা উপকৃত হয়; ৩. নেক সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৩১০, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ২৮৮২]

আবু হুরায়রা রাঃ-র সূত্রে বর্ণিত অপর এক হাদীসে নবীজী সঃ ইরশাদ করেছেন-

إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ
وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ أَوْ بَيْتًا لِابْنِ السَّبِيلِ
بَنَاهُ أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ يَلْحَقُهُ
مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ.

মৃত্যুর পর মুমিনের সঙ্গে যেসব আমল যুক্ত হয়, সেগুলোর অন্যতম হচ্ছে- ইলম, যা সে অন্যকে শিক্ষা দিয়েছে এবং যার প্রচার-প্রসার করেছে; নেক সন্তান, যা সে রেখে গেছে; কুরআন, যার সে উত্তরাধিকারী বানিয়েছে; মসজিদ, যা সে নির্মাণ করেছে; মুসাফিরের আশ্রয়কেন্দ্র, যা সে বানিয়েছে; নদী, যা সে খনন করেছে এবং সদকা, যা সে তার জীবদ্দশায় ও সুস্থতাকালে নিজ সম্পদ থেকে দান করেছে; এসব তার মৃত্যুর পর তার সঙ্গে যুক্ত হবে। [সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ২৪২]

কাসীর ইবনে কায়েস রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ يَا أَبَا
الدَّرْدَاءِ! أَتَيْتُكَ مِنَ الْمَدِينَةِ ، مَدِينَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لِحَدِيثٍ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُ بِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . قَالَ فَمَا

جَاءَ بِكَ تِجَارَةٌ؟ قَالَ لَا . قَالَ وَلَا جَاءَكَ غَيْرُهُ؟ قَالَ لَا . قَالَ فَإِنِّي
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا
يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ
أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحَيَّاتَانِ فِي الْمَاءِ .

আমি দামেশকের মসজিদে আবুদারদার কাছে বসা ছিলাম। এমন
সময় তাঁর কাছে এক ব্যক্তি আগমন করে বললেন, হে
আবুদারদা! আমি নবীজীর শহর মদীনা থেকে আপনার কাছে
এসেছি এ কথা জেনে যে, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে শোনা
একটি হাদীস বর্ণনা করে থাকেন। আবুদারদা বললেন, তুমি
কোনো ব্যবসায়িক কাজে আগমন করনি? আগন্তুক বললেন, না।
আবুদারদা [পুনরায়] বললেন, তুমি কি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে
আগমন করনি? আগন্তুক বললেন, না। অতঃপর আবুদারদা
বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ইলম
অন্বেষণের জন্য বের হয়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের দিকে একটি
পথ সুগম করে দেন। ফেরেশতারা ইলম অন্বেষণকারীর সন্তুষ্টির
লক্ষ্যে পাখাসমূহ বিছিয়ে দেয়। আর ইলম অন্বেষণকারীর জন্য
আসমান-জমিনের সবাই আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করতে
থাকে; এমনকি পানির অভ্যন্তরে মাছও। [সুনানে আবু দাউদ,
হাদীস নং ৩৬৪৩, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ২২৩]

২. কুরআনের ব্যাপারে গাফলতি

কুরআনের ব্যাপারে গাফলতি হচ্ছে— কুরআন নিজে শিক্ষা করা,
অপরকে শিক্ষা দেওয়া এবং কুরআন হিফয করা থেকে গাফেল থাকা।
অথচ এ সবগুলোর প্রতিই রাসূলুল্লাহ ﷺ তাগিদ করেছেন, উৎসাহ
দিয়েছেন।

কুরআনে অভিজ্ঞ ব্যক্তি কেয়ামতের দিন সম্মানিত ও অনুগতদের সাথে
থাকবেন। আর হাফেযে কুরআনের মর্যাদা ও স্তর তার হিফয অনুযায়ী

গাফলতি ছাড়ুন

বৃদ্ধি পেতে থাকবে। কুরআন কেয়ামতের দিন তার সজ্জীদের ব্যাপারে সুপারিশকারী হবে, যেমন কুরআনের তিলাওয়াতকারী তার পরিবার-পরিজনের জন্য সুপারিশ করবে।

এ ছাড়া আরও বহু ফযীলত ও মর্যাদা লাভ করবে হাফেযে কুরআন ও কুরআনের শিক্ষকগণ। তা সত্ত্বেও মানুষ কুরআনের ব্যাপারে গাফেল!

একজন মুমিনের জন্য কুরআনের ব্যাপারে গাফলতি কখনও কাম্য নয়। বরং কুরআনের ব্যাপারে সর্বোচ্চ যত্নবান হতে হবে। নিয়মিত কুরআন তিলাওয়াত করতে হবে। কুরআনের মর্ম ও দাবি অনুধাবন করতে হবে। সর্বোপরি কুরআনের শিক্ষা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্র ও অঙ্গানে বাস্তবায়ন করতে হবে।

উসমান রাঃ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সঃ ইরশাদ করেছেন—

خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ.

তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম, যে কুরআন শিখে এবং অন্যকে শেখায়। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫০২৭, সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ১৪৫৪, সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২৯০৭]

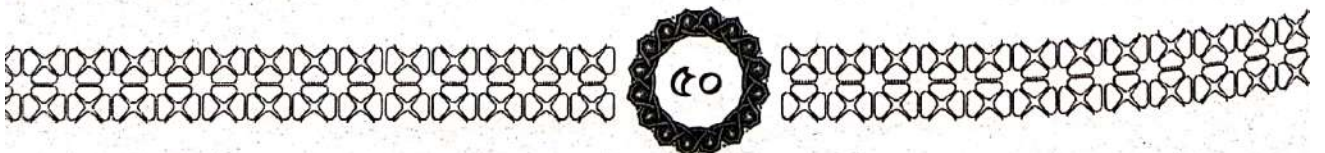
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ ইরশাদ করেছেন—

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لَا أَقُولُ أَلَمْ حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَا مٌ حَرْفٌ وَمِمْ حَرْفٌ.

যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবের একটি হরফ পাঠ করবে, সে একটি নেকী লাভ করবে। আর উক্ত নেকী দশটি নেকীর সমতুল্য হবে। আমি বলি না— ‘আলিফ-লাম-মীম’ একটি হরফ। বরং আলিফ একটি হরফ, লাম একটি হরফ এবং মীম আরেকটি হরফ। [সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২৯১০]

উকবা ইবনে আমের রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي الصُّفَّةِ فَقَالَ أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ فَيَأْتِي مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ



كُومَاوَيْنِ فِي غَيْرِ اِيْمٍ وَلَا قَطْعِ رَحِمٍ ؟ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَحْبُ ذٰلِكَ. قَالَ
اَفَلَا يَغْدُوْا اَحَدَكُمْ اِلَى الْمَسْجِدِ فَيَعْلَمُ اَوْ يَقْرَأُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ
عَزَّ وَجَلَّ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَّاقَتَيْنِ وَثَلَاثُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ وَّارْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ
اَرْبَعٍ وَمِنْ اَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْاِبِلِ.

আমরা মসজিদে নববীর সুফফায় বসা ছিলাম, এমন সময় নবী
কারীম ﷺ আমাদের মাঝে তাশরীফ আনলেন এবং বললেন,
তোমাদের মাঝে কে এটা পছন্দ করে যে, সকালবেলা বুতহান
অথবা আকীক নামক বাজারে গিয়ে কোনো রকম গুনাহ ও
আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা ছাড়াই দু'টি অতি উত্তম উট নিয়ে
আসবে? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, এটা তো আমাদের
সকলেই পছন্দ করবে। নবীজী ﷺ বললেন, তবে তোমাদের যে
কেউ মসজিদে গিয়ে আল্লাহর কিতাবের দু'টি আয়াত শিখবে
অথবা তিলাওয়াত করবে, তার জন্য তা দু'টি উটনী থেকে উত্তম।
আর তিন আয়াত তার জন্য তিনটি উটনী থেকে উত্তম। চার
আয়াত তার জন্য চারটি উটনী থেকে উত্তম এবং এগুলোর
সমপরিমাণ উট থেকে উত্তম। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯০৯,
সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ১৪৫৮]

অপর এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন—

لَا حَسَدَ اِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللّٰهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوهُ آتَاءَ اللَّيْلِ وَآتَاءَ
النَّهَارِ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللّٰهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آتَاءَ اللَّيْلِ وَآتَاءَ النَّهَارِ.

একমাত্র দুই ব্যক্তির ব্যাপারেই হিংসা করা যেতে পারে। একজন
হচ্ছে ওই ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ কুরআন দান করেছেন আর সে তা
রাতদিন তিলাওয়াত করে। আরেকজন হচ্ছে ওই ব্যক্তি, যাকে
আল্লাহ সম্পদ দান করেছেন আর সে রাতদিন তা [আল্লাহর
পথে] ব্যয় করে। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৫২৯, সুনানে
তিরমিযী, হাদীস নং ১৯৩৬, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং
৪২০৯]

গাফলতি ছাড়ুন

আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ ইরশাদ করেছেন—

يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ اقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتَّلْ كَمَا كُنْتَ تُرْتِّلُ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ مَزْلَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَأُهَا.

কুরআন তিলাওয়াতকারীকে [কেয়ামতের দিন] বলা হবে, কুরআন তিলাওয়াত করতে থাক এবং উপরে উঠতে থাক। তুমি দুনিয়াতে যেভাবে ধীরেসুস্থে তিলাওয়াত করতে সেভাবে তিলাওয়াত কর। কেননা, তোমার তিলাওয়াতের শেষ আয়াতেই [জান্নাতে] তোমার বাসস্থান হবে। [সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ১৪৬৬, সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২৯১৪]

কুরআন তিলাওয়াতের ফযীলত যে কেবল তিলাওয়াতকারীর মাঝেই সীমাবদ্ধ— তা নয়, বরং এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, নবীজী সঃ ইরশাদ করেছেন—

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَعَمِلَ بِمَا فِيهِ أَلْبَسَ وَالِدَاهُ ثَاجًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَوُّهُ أَحْسَنُ مِنْ صَوِّ الشَّمْسِ فِي بُيُوتِ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِيكُمْ فَمَا ظَنُّكُمْ بِالَّذِي عَمِلَ بِهِذَا.

যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তদানুযায়ী আমল করে, কেয়ামতের দিন তার পিতামাতাকে এমন মুকুট পরিধান করানো হবে, যার আলো সূর্যের আলোর চেয়েও উজ্জ্বল হবে। যদি সূর্য তোমাদের ঘরের ভিতর উদিত হত! [এই যদি হয় তিলাওয়াতকারীর পিতামাতার ফযীলত] তা হলে যে কুরআন অনুযায়ী আমল করে, তার সম্পর্কে তোমাদের কী ধারণা হতে পারে?! [সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ১৪৫৫]

৩. যিকিরে গাফলতি

আল্লাহ সঃ-র যিকির মুত্তাকীদের পাথেয়। নেককার-বুয়ুর্গগণ এ ব্যাপারে খুবই সচেতন। আল্লাহ সঃ-র যিকির অন্তরের শক্তি, ঘরের ভিত্তি। এ যিকিরের মাধ্যমেই ঘটে পেরেশানি ও বিপদমুক্তি। যিকিরকারীগণ জান্নাতের বাগানে বিচরণকারী।

যিকির অন্তর ও জ্বানের ইবাদত, ইবাদতকারীর ভূষণ, আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মাঝে উন্মুক্ত এক রাজতোরণ!

বহু মানুষ সাধারণ ও বিশেষ উভয় প্রকার যিকিরের ব্যাপারেই চরম উদাসীন। রাত শেষে ভোর আসে, কিন্তু কেউ সকালের যিকির করে না। দিনের পর সন্ধ্যা নামে, কিন্তু কেউ সন্ধ্যার যিকির করে না।

মসজিদে প্রবেশ করে, মসজিদ থেকে বের হয়, কিন্তু কিছু বলে না; কোনো দোয়া পাঠ করে না, যিকির করে না।

নিজ ঘরে প্রবেশ করে এবং বের হয়, কিন্তু যিকিরে তার ঠোট নড়ে না।

অনেকেই গাধার ডাক ও মুরগির আওয়াজ শুনে, কিন্তু এ ডাক শুনলে পাঠ করার যে নির্ধারিত দোয়া আছে, তা পাঠ করে না।

সুতরাং, এই যার অবস্থা, সে ওই সময় কীভাবে আল্লাহর যিকির করবে, যখন বৈধ চাহিদার বিষয় তার সামনে আসবে। যেমন, খাবারের চাহিদা কিংবা বিবাহ ও জৈবিক চাহিদা!!

যে ব্যক্তি ইবাদতের ক্ষেত্রেই যিকির থেকে গাফেল, সে তো [বৈধ] চাহিদার ক্ষেত্রে -নিশ্চিত করেই বলা যায়- গাফেল থাকবে।

যিকিরের ব্যাপারে উদাসীনতা ও গাফলতি অনেক বড় ক্ষতির কারণ। যেমন, আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন-

﴿فَوَيْلٌ لِلنَّفْسِیَّةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِکْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِیْنٍ﴾

দুর্ভোগ তাদের জন্য, যাদের অন্তর আল্লাহর যিকির দ্বারা বিগলিত হয় না। তারা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে রয়েছে। [সূরা যুমার : ২২]

অপর এক আয়াতে আল্লাহ ﷻ ইরশাদ করেছেন-

﴿وَمَنْ یَّغْشُ عَنْ ذِکْرِ الرَّحْمَنِ نُقِیْضْ لَهُ شَیْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِیْنٌ﴾

যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর যিকির থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, আমি তার জন্য এক শয়তান নিয়োজিত করে দিই। অতঃপর সে-ই তার সঙ্গী হয়। [সূরা যুমার : ৩৬]

অপর এক স্থানে তিনি ইরশাদ করেছেন—

﴿وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا﴾

আর যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার যিকির থেকে বিমুখ হয়, তিনি তাকে দুঃসহ শাস্তিতে প্রবেশ করাবেন। [সূরা জিন : ১৭]

অপরদিকে যিকিরের আদেশ ও যিকিরের ফযীলত বর্ণনা করে বহু আয়াত নাযিল করেছেন। যেমন, ইরশাদ করেছেন—

﴿وَادْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعُشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾

বেশি বেশি আপন প্রভুর যিকির কর এবং সকাল-বিকাল তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা কর। [সূরা আলে ইমরান : ৪১]

অন্যত্র ইরশাদ করেছেন—

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا﴾

আর আল্লাহর জন্য রয়েছে উত্তম নামসমূহ। কাজেই ওইসব নাম ধরেই তোমরা তাঁকে ডাকতে থাক। [সূরা আরাফ : ১৮০]

আরেক আয়াতে ইরশাদ করেছেন—

﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾

আর আল্লাহর যিকিরই সর্বশ্রেষ্ঠ। [সূরা আনকাবুত : ৪৫]

এ ধরনের আরও বহু আয়াতে আল্লাহ ﷻ তাঁর যিকিরের আদেশ ও ফযীলত বর্ণনা করেছেন।

একইভাবে অসংখ্য হাদীসেও যিকিরের গুরুত্ব ও ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। যেমন, আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ ইরশাদ করেছেন—

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِيرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْنِي أَتَيْتُهُ هَرَوَلَةً.

আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন, আমি সেই রকমই, যে রকম বান্দা আমার প্রতি ধারণা রাখে। আমি বান্দার সঙ্গে থাকি যখন

সে আমাকে স্মরণ [আমার যিকির] করে। যদি সে মনে মনে আমাকে স্মরণ করে, আমিও তাকে নিজে স্মরণ করি। আর যদি সে জনসমাবেশে আমাকে স্মরণ করে, তবে আমিও তাদের চেয়ে উত্তম সমাবেশে তাকে স্মরণ করি। যদি সে আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে, তবে আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই। যদি সে আমার দিকে এক হাত অগ্রসর হয়, আমি তার দিকে দুই হাত অগ্রসর হই। আর যদি সে আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৪০৫, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৯৮১, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ৭৪২২]

আবদুল্লাহ ইবনে বুরস রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ أَتَشَبَّهُ بِهِ، قَالَ لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ.

এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! শরীয়তের হুকুম-আহকাম তো অনেক আছে, তবে আপনি আমাকে এমন একটি বিষয় বলে দিন, যা আমি শক্তভাবে আঁকড়ে থাকতে পারি। নবীজী সঃ বললেন, তোমার জিহ্বা যেন সর্বদা আল্লাহর যিকির দ্বারা সিক্ত থাকে। [সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৩৭৫, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩৭৯২, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৭৬৯৮]

আরেক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আবুদদারদা রাঃ বলেন, নবীজী সঃ ইরশাদ করেছেন-

أَلَا أُنبِئُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ وَأَرْفَعَهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرِ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَخَيْرِ لَكُمْ مِنْ أَنْ تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ؟ قَالُوا بَلَى. قَالَ ذَكَرُ اللَّهِ تَعَالَى.

আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের অধিক উত্তম আমল সম্পর্কে সংবাদ দিব না, যা তোমাদের মালিকের নিকট সবচেয়ে পবিত্র, তোমাদের সবচেয়ে বেশি মর্যাদাদানকারী, আল্লাহর পথে সূর্ণ-

রৌপ্য ব্যয় করার চেয়েও বেশি উত্তম এবং শত্রুর মোকাবিলায় অবতীর্ণ হয়ে তাদেরকে তোমাদের হত্যা করা এবং তারা তোমাদেরকে হত্যা করার চেয়েও উত্তম? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, জি হাঁ অবশ্যই। নবীজী ﷺ বললেন, তা হচ্ছে আল্লাহ তাআলার যিকির। [সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৩৭৭, সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩৭৯০, মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ২১৭০২]

আবু মুসা রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ ইরশাদ করেছেন—

مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ.

যে ব্যক্তি সৃষ্টি প্রতিপালকের যিকির করে আর যে যিকির করে না, তাদের উপমা হল জীবিত ও মৃতের ন্যায়। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৪০৭]

৪. সুরক্ষা দানকারী যিকিরের ব্যাপারে গাফলতি

আল্লাহ সঃ কখনও কখনও গাফেলদেরকে কিছু বিপদ-আপদ ও বালা-মসিবতের মাধ্যমে যিকির-আযকার ও মাসনুন দোয়া সম্পর্কে সতর্ক করেন। এর ফলে তখন তাদের যিকিরের কথা স্মরণ হয়। এমনকি তাদের কেউ কেউ বলে— হায়! যদি আমি অমুক অমুক যিকির ও দোয়া করতাম!

খাওলা বিনতে হাকীম আস-সুলামিয়াহ রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ সঃ-কে বলতে শুনছেন—

إِذَا نَزَلَ أَحَدُكُمْ مَنْزِلًا فَلْيَقُلْ أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْهُ.

তোমাদের কেউ যখন কোনো ঘাঁটিতে [বা মঞ্জিলে] অবতরণ করে, তখন সে যেন এই দোয়া পড়ে—

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ .

[আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের উসিলায় তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।] তা হলে সে ওই স্থান ত্যাগ

করা পর্যন্ত কোনো কিছুই তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।
[সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭০৮]

আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে উমর আল কুরতুবী رحمہ اللہ বলেন, এটি সহীহ হাদীস, সত্য কথা। দলিল-প্রমাণ ও অভিজ্ঞতার আলোকে এটিকে আমরা সত্যই পেয়েছি। যখন থেকে এ হাদীসটি আমি জেনেছি, তখন থেকেই এর উপর আমল করেছি। অতঃপর কোনো কিছুই আমার কোনো ক্ষতি করতে পারেনি। এক রাতে বিছানায় একটি বিচ্ছু আমাকে দংশন করল। আমি আমাকে নিয়ে গভীরভাবে ভাবলাম। হঠাৎ মনে পড়ল, আমি আল্লাহ ﷻ-র পরিপূর্ণ কালিমাসমূহের উসিলায় প্রার্থনা করতে [অর্থাৎ এ দোয়া পাঠ করতে] ভুলে গেছি। [আল মুফহিম লিমা আশকাল মিন তালখীসি কিতাবি মুসলিম : ৭/৩৬, আর এটি তাঁর থেকে মুনাভী رحمہ اللہ বর্ণনা করেছেন ফয়যুল কদীর-এ : ১/৫৭২]

এমনই একটি ঘটনা আমি এক মদীনাবাসীর কাছেও শুনেছিলাম। ঘটনার সারাংশ এমন— ওই ব্যক্তি সফর থেকে ফেরার পথে নিজ শহরে রওয়ানা দেওয়ার পূর্বে ৭০ কিলোমিটার দূরত্বে এই দোয়াটি পাঠ করেছিলেন। অতঃপর যখন তিনি নিজ শহরে পৌঁছেন এবং মাথা থেকে মস্তকবন্ধনীটি খোলেন, তখন তার ছেলে তাকে বলে, আব্বা! আপনার মাথায় কালো ওই জিনিসটি কী?

পিতা মাথা ঝাকালেন। দেখা গেল, ৭০ কিলোমিটার পর্যন্ত তিনি একটি বিচ্ছুকে মাথায় বহন করে নিয়ে এসেছেন। কিন্তু আশ্চর্য, এ দীর্ঘ সময়ে বিচ্ছুটি তাকে একটি কামড়ও দেয়নি বা তার কোনো ক্ষতির কারণ হয়নি।

তিনি বলেন, আমি মনে করি, নিজ শহরে রওয়ানা দেওয়ার প্রকালে আমি অমুক স্থানে যে দোয়া পাঠ করেছিলাম, আল্লাহ ﷻ ওই দোয়ার বরকতে আমাকে হেফাজত করেছেন।

৫. নিয়তের আমল সম্পর্কে গাফলতি

উমর ইবনুল খাত্তাব রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সঃ-কে বলতে শুনেছি-

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ.

যাবতীয় আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেক ব্যক্তি তা-ই পাবে, যা সে নিয়ত করবে। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১]

বহু মানুষ ওয়াজিব আদায়ের ক্ষেত্রেও নিয়তের কথা ভুলে যায়। এভাবে তাদের অনেক আমল বাতিল হয়ে যায়। কেননা, আমলের শুদ্ধি ও প্রতিদানপ্রাপ্তি নিয়তের উপর নির্ভরশীল।

অনেক সময় মানুষ প্রতিদানপ্রাপ্তির নিয়তের ব্যাপারে উদাসীন থাকে। ফলে এ উদাসীনতা তাদেরকে বহু সাওয়াব ও প্রতিদান থেকে বঞ্চিত করে। কেননা, বান্দা যখন কোনো মুবাহ কাজে প্রতিদানের আশা রাখে, সেটি তখন তার রবের নৈকট্য লাভের সুন্দর মাধ্যমে পরিণত হয়।

অতএব, মানুষ যদি নিজ ঘরের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ক্রয়ের সময় নেকী অর্জনের নিয়ত রাখে, তা হলেও সে বহু প্রতিদান লাভে ধন্য হবে। তদ্রূপ যখন সে তার পরিবার-পরিজনের জন্য আবশ্যিক বা অনাবশ্যিক ব্যয় করার সময় সাওয়াবের নিয়ত করবে, তখনও সে বহু পুণ্যার্জনে সক্ষম হবে।

আবু মাসউদ আনসারী রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ ইরশাদ করেছেন-

إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَىٰ أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ.

কোনো মুসলমান যখন তার পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করে এবং সাওয়াবের আশা রাখে, তখন সেটা তার জন্য সদকা হিসেবে পরিগণিত হয়। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৫, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৩৫১]

অনেক সময় মানুষ তার ভাই-বন্ধু বা পরিচিত জনের সঙ্গে বৈধ হাস্য-রসিকতা ও কৌতুক করে। এতে হয়তো তার ভাইয়ের অন্তরে আনন্দ

দেওয়ার নিয়ত থাকে অথবা অনন্দ বা বেদনা- কোনোটারই নিয়ত থাকে না। [এ কাজটিই যদি সে করে তার ভাইয়ের অন্তরে আনন্দ দেওয়ার উদ্দেশ্যে সাওয়াব লাভের আশা নিয়ে, তা হলে এর বিনিময়েও সে প্রতিদান পাবে।]

বরং একজন মানুষ তার স্ত্রীর সঙ্গে আমোদ-প্রমোদের বিনিময়েও সাওয়াব লাভ করবে, যদি তার নিয়ত সঠিক থাকে। অথচ আমরা এ ব্যাপারে কতই না গাফেল!

আবু যর রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম সঃ ইরশাদ করেছেন-

وَفِي بُضْعٍ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ.

তোমাদের স্ত্রী সহবাসেও রয়েছে সদকা। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের কেউ তার জৈবিক চাহিদা পূরণ করবে আর এ জন্য সে সাওয়াবের হকদার হবে? তখন নবীজী সঃ বললেন, তোমরা কী মনে কর- যদি সে তা সম্পাদন করে হারাম পথে, তা হলে কি তার পাপ হবে? অনুরূপভাবে যদি সে তা সম্পাদন করে হালাল পথে, তা হলে সে সাওয়াবের হকদার হবে। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১০০৬]

ইমাম নববী রাঃ বলেন, এ হাদীস প্রমাণ করে- সাধারণ বৈধ ও মুবাহ কাজগুলোও ইবাদতে পরিণত হবে সঠিক নিয়তের ফলে। অতএব, স্বামী-স্ত্রীর মিলনও ইবাদতে পরিণত হবে, যদি তাতে স্ত্রীর হক আদায় করা, আল্লাহ সঃ-র আদেশ মোতাবেক তাদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করা, নেক সন্তান তালাশ করা ইত্যাদি নিয়ত থাকে; কিংবা নিজেকে ও স্ত্রীকে হারাম কর্ম থেকে পূত-পবিত্র রাখা, উভয়ের দৃষ্টি হারাম থেকে বাঁচানো, হারাম বিষয় নিয়ে ভাবা বা হারাম বিষয় নিয়ে উদ্বিগ্নতায় ভোগা ইত্যাদি থেকে বেঁচে থাকা কিংবা যদি এ ধরনেরই উত্তম কোনো নিয়ত থাকে। [শরহুন নববী আলা মুসলিম : ৭/৯২]

সঠিক নিয়ত বহু ছোট আমলকে অনেক বড় বানিয়ে দেয়। আবার বহু বড় আমলকে নিয়তের ত্রুটি অতি তুচ্ছ বানিয়ে দেয়। এমনটাই বলেছেন ইবনুল মোবারক رحمته الله। [আল-ইখলাস ওয়ান-নিয়্যাহ : ৭০, জামিউল উলূমি ওয়াল হিকাম : ৩/১৯]

আবু বুরদা رحمته الله থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا مُوسَى وَمُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ ... فَأَنْطَلَقَا
فَقَالَ مُعَاذٌ لِأَبِي مُوسَى كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ ؟ قَالَ قَائِمًا وَقَاعِدًا وَعَلَى
رَاحِلَتِي وَأَتَقَوُّهُ تَقَوُّقًا . قَالَ أَمَّا أَنَا فَأَنَامُ وَأَقُومُ فَأُحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا
أُحْتَسِبُ قَوْمَتِي .

নবীজী ﷺ আবু মুসা ও মুআযকে [শাসক হিসেবে] ইয়ামানে পাঠালেন।... তাঁরা উভয়ে রওয়ানা হয়ে গেলেন [এবং পথ চলছিলেন; পথিমধ্যে] মুআয আবু মুসাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কীভাবে কুরআন তিলাওয়াত করেন? আবু মুসা জওয়াব দিলেন, দাঁড়িয়ে, বসে, সওয়ারীর পিঠে সওয়ার অবস্থায় এবং কিছুক্ষণ পরপরই তিলাওয়াত করি। [শেষ কথাটি বলে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, আমি সর্বদাই কুরআন তিলাওয়াতের পাবন্দি করি। -আউনুল মা'বুদ : ১২/৭] [জওয়াব শুনে] মুআয বললেন, আর আমি [রাতের প্রথম দিকে] ঘুমিয়ে পড়ি, তারপর উঠি [রাতের শেষ ভাগে তিলাওয়াতের জন্য নামায়ে দাঁড়াই]। আমি মনে করি, আমার ঘুমও আমার দাঁড়ানো কালের ইবাদতের মতো বলে পরিগণিত হবে। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৩৪৫]

মুআয رحمته الله-র উক্তি-

فَأُحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا أُحْتَسِبُ قَوْمَتِي .

[আমি মনে করি, আমার ঘুমও আমার দাঁড়ানো কালের ইবাদতের মতো বলে পরিগণিত হবে- এ ব্যাপারে] ইবনে হাজার আসকালানী রহ. বলেন, তিনি আরাম ও বিশ্রামের মধ্যেও সাওয়াবের প্রত্যাশা করেন, যেমন সাওয়াবের প্রত্যাশা করেন [ইবাদতের] কষ্টের মাঝে। কেননা, আরাম ও বিশ্রামের দ্বারা যদি উদ্দেশ্য হয় ইবাদতের জন্য

যে সকল বিষয়ে মানুষ গাফেল

শক্তি সঞ্চার করা ও প্রফুল্লতা অর্জন করা, তা হলে সেই বিশ্রাম ও আরামের বিনিময়েও সাওয়াব লাভ হবে। [ফাতহুল বারী : ৮/৬২]

ইমাম নববী رحمہ اللہ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে— আমি ঘুমাই ইবাদতের জন্য শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে; আত্মাকে ইবাদতের জন্য প্রাণবন্ত করার মানসে; নফসকে ইবাদতের জন্য প্রফুল্ল করার নিয়তে। অতএব, আমি এ বিশ্রাম ও আরামের মাঝেও তেমনই সাওয়াবের প্রত্যাশা করি, যেমন সাওয়াবের প্রত্যাশা করি আমার দাঁড়ানোতে; অর্থাৎ নামাযে দাঁড়ানোতে। [শরহুন নববী আলা মুসলিম : ১২/২০৯]

যার ধ্যান-জ্ঞান ও সার্বক্ষণিক ফিকির হয় আল্লাহ ﷻ ও আখেরাতের জন্য, এমন ব্যক্তির অবস্থা সম্পর্কে আল্লামা ইবনুল কায়েম رحمہ اللہ বলেন, তার অবস্থার পরিবর্তন হয় এই ভিত্তিতে যে, কোনটির মধ্যে তার রবের সন্তুষ্টি রয়েছে। এমন ব্যক্তি যেকোনো বৈধ কাজকে সঠিক নিয়তের মাধ্যমে ইবাদতে পরিণত করে থাকে; যদিও তা স্বাভাবিক ও সুভাবসুলভ কোনো কাজ হয়। তার মাধ্যমে সে তার রবের সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা ও প্রার্থনা করে। এককথায়, প্রথমে সে যেকোনো কাজের প্রতি উৎসাহ দানকারী বিষয়ের সামনে দাঁড়ায়; তারপর বিষয়টি নিয়ে ভাবে ও নিরীক্ষণ করে। অতঃপর সে তাতে এমন একটি পন্থা ও পদ্ধতি বের করে, যার মাধ্যমে সে তার রবের দিকে চলতে পারে। ফলে ওই কাজটিই তার জন্য ইবাদত ও আনুগত্যে পরিণত হয়। [তরীকুল হিজরতাইন : ৩৩২]

সারকথা : মানুষ প্রতিদিন বিভিন্ন কাজে বের হয়; বহু কাজে লিপ্ত হয়। চাকুরিতে যায়, খায়, পান করে, ঘুমায়, হাসি-তামাশা করে, কথাবার্তা বলে, বেচাকেনা ও লেনদেন করে, ভাড়া নেয় ভাড়া দেয়— ইত্যাদি। কিন্তু এ কাজগুলো করার ক্ষেত্রে গাফেলদের অন্তরে একবারও এই খেয়াল আসে না যে, এ কাজগুলোর শুরুতে সঠিক নিয়ত করে নিই। পক্ষান্তরে যারা ইবাদতগুজার, তারা যেকোনো কাজ শুরু করার পূর্বে পক্ষান্তরে সে বিষয়ের সঠিক নিয়ত তালাশ করে; যা তাদের কাজগুলোকে সঠিক করে দেয় এবং স্বাভাবিক ও সাধারণ কাজগুলোকেই ইবাদতে পরিণত করে দেয়।

৬. আমলের তারতীব, ক্রমবিন্যাস

ও স্তর নিরূপণে গাফলতি

শরয়ী ইবাদতসমূহের সাওয়াব ও প্রতিদান বিভিন্ন দিক ও প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। সেগুলোর কোনো কোনোটি সাধারণভাবেই উত্তম। কোনো কোনোটি সময় বিবেচনায় উত্তম। আবার কোনো কোনোটি স্থানের বিবেচনায় উত্তম।

পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াত সাধারণভাবেই একটি উত্তম ইবাদত। তবে মসজিদে প্রবেশের সময় ‘মসজিদে প্রবেশের দোয়া’ কুরআন তিলাওয়াতের উপর প্রাধান্য পাবে। তদুপ মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় তার নির্ধারিত দোয়া কুরআন তিলাওয়াতের উপর প্রাধান্য পাবে। তেমনিভাবে সকাল-সন্ধ্যায় পাঠ করার সুন্নাত ও মাছুর দোয়া-যিকির সু স্থানে কুরআন তিলাওয়াতের উপর প্রাধান্য পাবে।

ইবনে মাসউদ রাঃ [নফল] রোযা তেমন রাখতেন না। তিনি বলতেন, ‘আমি রোযা রাখলে নামাযে দুর্বলতা চলে আসে। আমার কাছে [নফল] রোযার তুলনায় [নফল] নামায অধিক প্রিয়।’ তিনি প্রতি মাসে তিনটি রোযা রাখতেন। [আল মু‘জামুল কাবীর লিত-তবরানী : ৮৮৬৯]

সাধারণত যে সকল আমলের উপকার নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং তার উপকার অতিক্রমকারী ও সর্বব্যাপী হয়, তা ওই সকল আমলের চেয়ে উত্তম, যার উপকার কেবল আমলকারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। সুতরাং, উপকারী ইলম শিক্ষা দেওয়া নফল নামায-রোযা থেকে উত্তম হবে— যদি নফল নামায-রোযা ইলম শিক্ষা দেওয়া থেকে বিরত রাখে।

খুব কম মানুষই এ ব্যাপারে সতর্ক হয়। ফলে শয়তান এ সুযোগটাকে লুফে নেয়। অতঃপর বনী আদমকে উত্তম আমল থেকে বিমুখ করে অনুত্তম আমল বা সাধারণ কোনো আমলে লাগিয়ে রাখে। অনেক সময় শয়তান বনী আদমকে একটিমাত্র মন্দ কর্মে লিপ্ত করার জন্য সত্তরটি ভালো কাজের আদেশ দেয়। অথবা সে সত্তরটি ভালো কাজে লিপ্ত



করার মাধ্যমে বনী আদমকে অধিক উত্তম আমল ও মহান কাজ থেকে বিরত রাখে। এমনটাই বলেছেন আল্লামা ইবনুল কায়্যিম رحمہ اللہ [বাদায়িউল ফাওয়াইদ : ২/৪৮৫ কিছুটা পরিবর্তনের সাথে।]

ইবনুল জাওয়াযী رحمہ اللہ বলেন, কোনো কোনো উলামায়েকেরাম নফল নামায ও নফল রোযার তুলনায় দ্বীনী কিতাবাদি রচনা কিংবা উপকারী ইলম শিক্ষা দেওয়াকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কেননা, এগুলো এমন বীজ রোপনের নামান্তর, যার ফল ও উপকার অধিক হবে এবং যার উপকারিতার সময় ও ব্যাপ্তি দীর্ঘ হবে। [ছইদুল খাতির : ৪২]

এক রাতে ইবনে উসাইমীন رحمہ اللہ দরসের মাঝে হঠাৎ থেমে গেলেন। তিনি তাঁর অভ্যাস মোতাবেক মাগরিবের পর দরস দিচ্ছিলেন। ছাত্ররা মাথা নীচু করে চুপ হয়ে বসে থাকল। অতঃপর তিনি বললেন, আমি আমার হাতে আলকাতরা পেলাম। অথচ ইতিপূর্বে আমি তা লক্ষ্য না করেই ওযু করেছি এবং নামায পড়ে দরস দিতে বসেছি। বিষয়টি আমি এখন লক্ষ্য করলাম।

এরপর তিনি ছাত্রদের অনুমতি নিয়ে দরস থেকে উঠে চলে গেলেন। আলকাতরা পরিষ্কার করে পুনরায় ওযু করলেন। অতঃপর মাগরিবের নামায পুনরায় আদায় করলেন। কিন্তু তিনি মাগরিব-পরবর্তী নফল আদায় করলেন না। বরং দরসে ফিরে এলেন এবং দরস সম্পন্ন করলেন।

এক ছাত্র তাঁকে প্রশ্ন করে জানতে চাইল— কেন তিনি মাগরিবের নফল পুনরায় আদায় করলেন না?

ইবনে উসাইমীন رحمہ اللہ জওয়াবে বললেন, বিবেচনা করলে [নফল নামাযের চেয়ে] ইলম চর্চাই উত্তম। [কেননা, তার ফায়দা ও উপকারিতা সীমাবদ্ধ নয়; বরং ব্যাপক। একটু ভেবে দেখ—] ছাত্ররা জমা হয়ে বসে আছে; সময় বয়ে যাচ্ছে; তা ছাড়া এটি দরস দানেরই সময়। পক্ষান্তরে নফল [নামায বা ইবাদত]-এর ফায়দা কেবল তার আমলকারীর সাথেই সীমাবদ্ধ।

গাফলতি ছাড়ুন

তবে যদি উভয়টির মাঝে সমন্বয় করা সম্ভব হয়, তা হলে তা অতি উত্তম। কিন্তু তিনি দরস দানকে নফল থেকে উত্তম মনে করেছেন।

গাফলতি কেবল এগুলোর মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়

মানুষের উদাসীনতা ও গাফলতি কেবল বর্ণিত এ বিষয়গুলোর মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং মানুষ আরও বহু ক্ষেত্রে উদাসীনতা প্রদর্শন করে। যেমন, নিয়ত সহীহ করা, সং কাজের আদেশ ও অসং কাজে নিষেধ করা, মানুষকে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া, তারবিয়াত ও সংশোধন করা, বিভিন্ন নফল ইবাদত করা; যেমন, চাশত-ইশরাকের নামায, অন্যান্য সুন্নাত ও বিতর নামায, ফজরের নামাযের পর থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত মসজিদে বসে থাকা, ইলমী মজলিস ও ওয়াজের মাহফিলে উপস্থিত হওয়া- ইত্যাদিসহ আরও বহু ইবাদত-বন্দেগী ও নেক কাজে মানুষ গাফেল থাকে; উদাসীনতা প্রদর্শন করে।

গাফলতির শাস্তি

গাফলতির শাস্তি অনেক। তা থেকে উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি
নিম্নরূপ-

১. দুনিয়াতে শাস্তিযোগ্য হওয়া

আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন-

﴿وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يُوسَىٰ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۖ لَئِن كُشِفَتْ عَنَّا الرِّجْزُ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَٰءِيلَ ﴿١٣٣﴾ فَلَمَّا كُشِفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ يَلْبِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿١٣٥﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ﴾

আর যখন তাদের উপর কোনো আযাব পতিত হয়, তখন বলে, হে মুসা! আমাদের জন্য তোমার পরওয়ারদিগারের নিকট সে বিষয়ে দোয়া কর, যা তিনি তোমার সাথে ওয়াদা করে রেখেছেন। যদি তুমি আমাদের উপর থেকে এ আযাব সরিয়ে দাও, তবে অবশ্যই আমরা ঈমান আনব তোমার উপর এবং তোমার সাথে বনী ইসরাঈলকে যেতে দেব। অতঃপর যখন আমি তাদের উপর থেকে আযাব তুলে নিতাম নির্ধারিত একটি সময় পর্যন্ত, যেখান পর্যন্ত তাদেরকে পৌছানোর উদ্দেশ্য ছিল, তখন তড়িঘড়ি তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গা করত। সুতরাং, আমি তাদের কাছ থেকে বদলা নিয়ে নিলাম এবং তাদেরকে অতল সমুদ্রে নিমজ্জিত করে দিলাম। কারণ, তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল আমার নিদর্শনসমূহকে এবং এ ব্যাপারে তারা ছিল গাফেল। [সূরা আ'রাফ : ১৩৪-১৩৬]

আল্লাহ ﷻ তাদেরকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিলেন তাঁর নিদর্শনের প্রতি গাফেল থাকার কারণে।

২. সত্যোপলব্ধি থেকে বঞ্চিত হওয়া

গাফলতির কারণে আল্লাহ ﷻ-র আয়াত-নিদর্শন নিয়ে চিন্তা-ফিকির করা, তা অনুধাবন করা ও তা থেকে ফায়দা হাসিল করা থেকে বঞ্চিত হতে হয়। এটি একটি ভয়াবহ শাস্তি; অত্যন্ত খতরনাক বিষয়। যেমন, আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন—

﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كَلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ﴾

আমি আমার নিদর্শনসমূহ থেকে তাদের ফিরিয়ে রাখি, যারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে গর্ব করে। তারা আমার যাবতীয় নিদর্শন দেখলেও তাতে বিশ্বাস স্থাপন করবে না; হেদায়েতের পথ দেখেও তাকে পথ বলে গ্রহণ করবে না। পক্ষান্তরে গোমরাহির পথ দেখলে তাকে পথ হিসেবে গ্রহণ করে নিবে। এটা এ জন্য যে, তারা আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করেছে এবং সে সম্পর্কে তারা ছিল গাফেল। [সূরা আ'রাফ : ১৪৬]

অর্থাৎ আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনসমূহ নিয়ে চিন্তা-ফিকির করার সুযোগ দিব না; তা থেকে তারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে না। তারা আমার যাবতীয় নিদর্শনাবলি প্রত্যক্ষ করবে এবং সেসবের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে, কিন্তু তা থেকে কোনো ফায়দা ও উপকারিতা হাসিল করতে পারবে না।

বাইযাবী رحمه الله বলেন, এ বিমুখকরণ তাদের মিথ্যা অপবাদের কারণে এবং আল্লাহ ﷻ-র আয়াত-নিদর্শনাবলি নিয়ে চিন্তা-ফিকির ছেড়ে দেওয়ার কারণে। [তাফসীরে বাইযাবী : ১/৩৬০]

এটি অত্যন্ত ভয়ঙ্কর একটি শাস্তি। কিন্তু গাফেলরা তা অনুধাবন করতে পারে না।

আল্লাহ ﷻ গাফেলদেরকে আরও বড় গাফলতি দিয়ে শাস্তি দেন-
উপযুক্ত ও পরিপূর্ণ প্রতিফলরূপে। যেমন, তিনি ইরশাদ করেছেন-

﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾

অতঃপর যখন তারা বক্রতা অবলম্বন করল, তখন আল্লাহ তাদের
অন্তরকে বক্র করে দিলেন। [সূরা ছফ : ৫]

তারা অশ্বত্থকে পছন্দ করেছে, ফলে আল্লাহ ﷻ তাদেরকে সত্য
থেকে অশ্ব করে দিয়েছেন।

৩. আল্লাহ ﷻ-র রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া

যুসাইরা রহিমাহু ল্লাহু থেকে বর্ণিত, তিনি হিজরতকারী মহিলা সাহাবীদের
একজন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বলেছেন-

عَلَيْكُمْ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّقْدِيسِ وَاعْقُذْ بِالْأَتَمِلِ فَإِنَّهُنَّ
مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ وَلَا تَغْفُلْنَ فَتَنْسِينَ الرَّحْمَةَ.

অবশ্যই তোমরা তাসবীহ [সুবহানাল্লাহ], তাহলীল [লা ইলাহা
ইল্লাল্লাহ] ও তাকদীস [সুব্বুহুন কুদ্দুসুন রব্বানা ওয়া রব্বল
মালাইকাতি ওয়ার রূহ অথবা সুবহানা মালিকিল কুদ্দুস] আঙুলের
গিড়ায় হিসাব করে পড়বে। কেননা, এগুলো [কেয়ামতের দিন]
জিজ্ঞাসিত হবে; এগুলো কথা বলবে। আর তোমরা গাফেল হয়ো
না। তা হলে তোমরা রহমতকে ভুলে যাবে। [সুনানে তিরমিযী,
হাদীস নং ৩৫৮৩]

[টীকা- اَلْأَتَمِلُ শব্দটি মীম ও হামযা হরফে তিনটি রূপ হয়ে মোট
নয়টি লুগাতে পড়া যায়। এর অর্থ হল- আঙুলের ওই স্থান, যেখানে
নখ থাকে। এর বহুবচন হচ্ছে- اَتَمِلُ ও اَتَمِلَاتُ - আল কামুসুল
মুহীত, নূন অধ্যায় : ১/১৩৭৬। অর্থাৎ তোমরা আঙুল দিয়ে তাসবীহ
গণনা কর। প্রত্যেক তাসবীহের সময় আঙুলকে হাতের তালুর দিকে
গুটিয়ে নিবে এবং আঙুলের অগ্রভাগকে হাতের তালুর পেটের দিকে
রাখবে, তা হলে একটি বেষ্টনী ও মুষ্টিবদ্ধ রূপ হবে।

مُسْتَظْقَاتُ শব্দটি ط হরফে যবরের সাথে, অর্থাৎ তারা [আঙুলগুলো] কথা বলার বৈশিষ্ট্যগুণে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে কথা বলবে। অতঃপর এগুলোর অধিকারীর পক্ষে সাক্ষ্য দিবে কিংবা তার কৃতকর্মের কারণে তার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে। -আউনুল মা'বুদ : ৪/২৫৮]

মোল্লা আলী কারী رحمته বলেন, এর অর্থ হচ্ছে- তোমরা যিকির ত্যাগ করো না। যদি তোমরা যিকির ত্যাগ কর, তা হলে তোমরা সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। আর এভাবেই কেমন যেন তোমরা রহমতকে পরিত্যাগ করলে। [তুহফাতুল আহওয়াযী : ১০/৩১]

৪. দোয়া কবুল না হওয়া

আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজী ﷺ ইরশাদ করেছেন-

أَدْعُوا اللَّهَ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ
مِنْ قَلْبٍ غَافِلٍ لَاؤٍ.

তোমরা কবুল হওয়ার পূর্ণ আস্থা নিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া কর।
জেনে রেখো! নিশ্চয় আল্লাহ গাফেল, উদাসীন ও অমনোযোগী
মনের দোয়া কবুল করেন না। [সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং
৩৪৭৯]

অর্থাৎ আপনার দোয়ার সময় আল্লাহ ﷻ-র প্রতি আপনার দোয়া
কবুলের বিশ্বাস ও ইয়াকীন যেন মজবুত হয়। আপনি সে সমস্ত
গাফেল হৃদয়ের অধিকারীদের ন্যায় হবেন না, যারা দোয়ার নির্দিষ্ট
সময়ে হাত তো উঠায়, কিন্তু তারা নিজেরাই জানে না- তারা কী বলে
বা কী নিয়ে দোয়া করে!

অথবা আপনি তাদের মতো হবেন না, যারা ইমামের সাথে 'আমীন
আমীন' বলে ঠিকই, কিন্তু ইমাম দোয়ায় কী বলছেন সে দিকে তাদের
কোনো খেয়াল নেই। অতএব, এই যার অবস্থা, তার দোয়া কীভাবে
কবুল হবে?!

৫. শয়তানের প্রাধান্য

গাফেলদের উপর শয়তান প্রাধান্য বিস্তার করে। একজন মানুষ যখন তার ঘরে প্রবেশ করে এবং প্রবেশ করার সময় আল্লাহ ﷻ-র যিকির [স্মরণ] থেকে গাফেল থাকে, তখন শয়তান তার উপর বিজয়ী হয়ে যায়; তার উপর ভর করে বসে। তার সাথে তার ঘরে প্রবেশ করে এবং তার সাথেই তার ঘরে রাত যাপন করে।

তদ্রূপ যখন সে খাবার খাওয়ার সময় আল্লাহ ﷻ-র স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে যায়, তখন শয়তানও তার সাথে খাবার খায়। যেমন—

জাবের ইবনে আবদুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি নবী কারীম ﷺ-কে ইরশাদ করতে শুনছেন—

إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ. وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَذْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ. وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَذْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ.

যখন কোনো ব্যক্তি তার ঘরে প্রবেশের সময় এবং খাবার গ্রহণের সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করে, তখন শয়তান [হতাশ হয়ে তার সঙ্গীদের] বলে, [এখানে] তোমাদের রাত্রিযাপনও নেই, খাবারও নেই। আর যখন সে প্রবেশ করে এবং প্রবেশকালে আল্লাহর নাম স্মরণ করে না, তখন শয়তান বলে, তোমরা থাকার স্থান পেয়ে গেলে। অতঃপর যখন সে খাবারের সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করে না, তখন শয়তান বলে, তোমাদের রাত্রিযাপনের স্থান এবং খাবারও পেয়ে গেলে। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২০১৮]

৬. গাফলতির পর গাফলতি

এক গাফলতি আরেক গাফলতিকে টেনে আনে। দ্বিতীয়টি তৃতীয় গাফলতিকে ডেকে আনে। এভাবে একের পর এক গাফলতি পরবর্তী গাফলতিকে টেনে আনতেই থাকে। এক পর্যায়ে মানুষ গাফলতি ও

প্রবৃত্তির সাগরে ডুবে যায়। সেখান থেকে বের হওয়ার সামর্থ্য আর তার থাকে না— যতক্ষণ না আল্লাহ ﷻ-র বিশেষ দয়া, মেহেরবানী ও খাস রহমত তাকে বের করে আনে।

বহু ফাসেক ও গুনাহগার এমন আছে, যার শুরুটা হয়েছিল একটি মাত্র গাফলতি দিয়ে। কিন্তু সে তার মোকাবিলা করতে পারেনি এবং কোনোদিন তা থেকে তাওবা করে ফিরে আসতে পারেনি!

৭. জীবনের মন্দ পরিসমাপ্তি

গাফলতি মানুষকে এমন মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়, যার প্রতি আল্লাহ ﷻ অসন্তুষ্ট। এর বহু উদাহরণ ও বাস্তব ঘটনা রয়েছে। বহু মানুষ আল্লাহ ﷻ-র স্মরণ থেকে গাফেল ছিল, ফলে তাদের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটেছে অত্যন্ত মন্দভাবে। দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছে দুর্ভাগ্যে ভরা ও মন্দ পরিণামের সাথে। এটা গাফলতির বিপদসমূহের অনেক বড় এক বিপদ!

৮. আখেরাতে আক্ষেপ

কেয়ামত দিবসের আরেক নাম— **يَوْمُ الْحَسْرَةِ** [পরিতাপ দিবস]। কেননা, সেদিন গাফেলরা আক্ষেপ, অনুশোচনা ও পরিতাপ করবে। ভীষণভাবে লজ্জিত হবে। কিন্তু তাদের সেদিনের সেই লজ্জা, আফসোস ও পরিতাপ তাদের কোনো কাজেই আসবে না।

আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেছেন—

مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تِرَةٌ وَمَنْ اضْطَجَعَ مَضْجَعًا لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تِرَةٌ.

যে ব্যক্তি কোনো স্থানে বসল অথচ আল্লাহকে স্মরণ করল না, তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে পরিতাপ। আর যে ব্যক্তি কোথাও শয়ন করল কিন্তু আল্লাহর নাম নিল না, তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে পরিতাপ। [সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৮৫৬]

التَّرَةُ শব্দের অর্থ— পরিতাপ, আফসোস, লজ্জা।

৯. সবচেয়ে ভয়ঙ্কর শাস্তি : জাহান্নামে প্রবেশ

আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন-

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غِفْلُونَ﴾
﴿أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾

নিঃসন্দেহে যেসব লোক আমার সাক্ষাৎ লাভের আশা রাখে না এবং পার্থিব জীবন নিয়েই উৎফুল্ল রয়েছে, তাতেই প্রশাস্তি অনুভব করছে এবং যারা আমার নির্দেশনাসমূহ সম্পর্কে গাফেল; এমন লোকদের ঠিকানা হবে [জাহান্নামের] আগুন; সেসবের বদলাস্বরূপ যা তারা উপার্জন করেছিল। [সূরা ইউনুস : ৭-৮]

অপর এক আয়াতে তিনি ইরশাদ করেছেন-

﴿وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يُؤْيِلْنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ﴾

অমোঘ প্রতিশ্রুত সময় নিকটবর্তী হলে কাফেরদের চক্ষু উচ্ছে স্থির হয়ে যাবে; হায় আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা এ বিষয়ে গাফেল ছিলাম; বরং আমরা ছিলাম সীমালঙ্ঘনকারী। [সূরা আশ্বিয়া : ৯৭]

অন্যত্র তিনি ইরশাদ করেছেন-

﴿وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أُذُنٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْإِطْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾

আর আমি সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য বহু জিন ও মানুষ। তাদের অন্তর রয়েছে, তা দ্বারা তারা বিবেচনা করে না; তাদের চোখ রয়েছে, তা দ্বারা তারা দেখে না; আর তাদের কান রয়েছে, তা দ্বারা তারা শোনে না। তারা চতুঃপদ জন্তুর মতো; বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর। তাই হল গাফেল, শৈথিল্যপরায়ণ। [সূরা আ'রাফ : ১৭৯]

এ সকল গাফেলের অন্তর কঠিন হয়ে গেছে। তাদের অন্তর শিক্ষাগ্রহণ, উপদেশলাভ ও চিন্তা-ফিকির করা থেকে বিমুখ হয়ে গেছে। তাদের

চোখ হক দেখা থেকে অন্ধ হয়ে গেছে। তাদের কান হক কথা শোনা থেকে বধির হয়ে গেছে। আর এজন্যই তারা চতুষ্পদ জন্তুর মতো; বরং তারা আরও অধিক পথভ্রষ্ট। তারাই হল গাফেল।

অচিরেই কেয়ামতের দিন হিসাব-নিকাশের সময় প্রত্যেক গাফেলকে বলা হবে-

﴿لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾
তুমি তো এই দিন সম্পর্কে গাফেল ছিলে। এখন তোমার কাছ থেকে পর্দা সরিয়ে দিয়েছি। ফলে আজ তোমার দৃষ্টি প্রখর। [সূরা ক-ফ : ২২]

অর্থাৎ তুমি একটি পর্দার আড়ালে ছিলে। ফলে তুমি মৃত্যু-পরবর্তী কিছুই দেখতে পাচ্ছিলে না। বিধায় তাকে কিছুই মনে করছিলে না এবং তার জন্য কোনো ধরনের প্রস্তুতিই গ্রহণ করছিলে না। তা নিয়ে ভাবছিলেও না। অতঃপর আজ আমি তোমার থেকে পর্দা সরিয়ে দিলাম- তোমার রূহ কবজ করার মাধ্যমে। ফলে আজকের বিপদ-আপদ ও ভয়াবহ অবস্থা নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করলে। ভয়-ভীতি ও সন্ত্রস্ততার আধিক্যে আজ তোমার চোখগুলো ডানে-বামেও ফেরাতে পারছ না। বরং ভয়-ভীতি ও আতঙ্কে আজ তা স্থানে সুস্থির।

নিঃসন্দেহে গাফলতির শেষ পরিণাম সহজ হয় না। বরং কখনও তা গাফেলদেরকে উভয় জগতের ক্ষতিগ্রস্ততায় নিষ্ক্ষেপ করে।

আমরা আল্লাহ ﷻ-র দরবারে গাফলতি থেকে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা কামনা করছি।

গাফলতির চিকিৎসা

গাফলতির চিকিৎসা ও প্রতিকার অনেকভাবে করা যায়। তা থেকে উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি নিম্নরূপ—

১. যিকিরের মাধ্যমে

আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন—

﴿وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ
وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ﴾

আর স্মরণ করতে থাকুন স্বীয় পালনকর্তাকে আপন মনে
ব্রন্দনরত ও ভীত-সম্ভ্রস্ত অবস্থায় এবং এমন সুরে যা চিৎকার
করে বলা অপেক্ষা কম; সকালে ও সন্ধ্যায়। আর আপনি
গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না। [সূরা আ'রাফ : ২০৫]

গাফলতির মোকাবিলায় যিকিরের প্রভাব অনেক বেশি। গাফলতির
প্রতিরোধে যিকিরের ক্রিয়া অত্যন্ত শক্তিশালী। একজন মুসলিমকে
গাফলতির বলয় ও পরিমণ্ডল থেকে বের করে আনার ক্ষেত্রে যিকির
অনেক বড় ক্রিয়াশীল মাধ্যম। বান্দা যত বেশি যিকির থেকে গাফেল
থাকবে, তত বেশি সে আল্লাহ থেকে দূরে সরে যাবে। পক্ষান্তরে বান্দা
যত বেশি যিকিরের দিকে ফিরে আসবে এবং যিকিরে লিপ্ত থাকবে,
তত বেশি তার অন্তর জীবিত ও জাগ্রত হবে এবং অন্তর থেকে
গাফলত দূর হতে থাকবে।

২. দোয়ার মাধ্যমে

দোয়া গাফলতি দূর করতে অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা রাখে। বিশেষত মানুষ যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত মাছুর ও সহীহ দোয়া-দরুদে মাধ্যমে আল্লাহ ﷻ-র কাছে এ ব্যাপারে প্রার্থনা করে। যেমন- আনাস রাদী আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী কারীম ﷺ এ বলে দোয়া করতেন-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَالْقَسْوَةِ وَالْعَفْلَةِ وَالذَّلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْكَفْرِ وَالشُّرْكِ وَالنَّفَاقِ وَالسُّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ.

হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি অক্ষমতা থেকে, অলসতা, কপণতা, বার্ধক্য, নির্দয়তা, গাফলতি, লাশ্বনা ও নিঃস্বতা থেকে। আমি আপনার কাছে আরও আশ্রয় প্রার্থনা করি দরিদ্রতা, কুফরি, শিরক, নিফাক, সুখ্যাতি কামনা ও রিয়া থেকে। [সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস নং ১০২৩, মুসতাদরাকে হাকেম, হাদীস নং ১৯৪৪]

৩. কিয়ামুল লাইলের মাধ্যমে

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাদী আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন-

مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقْنَطَرِينَ.

যে ব্যক্তি [রাতের নামাযে] দশটি আয়াত তিলাওয়াত করবে, তাকে গাফেলদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হবে না। আর যে ব্যক্তি [রাতের নামাযে] এক শত আয়াত তিলাওয়াত করবে, তাকে অনুগত বান্দাদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হবে। আর যে ব্যক্তি [রাতের নামাযে] এক হাজার আয়াত তিলাওয়াত করবে, তাকে অফুরন্ত পুরস্কারপ্রাপ্তদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করা হবে। [সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ১৩৯৮]

৪. কবর যিয়ারতের মাধ্যমে

যে সকল বিষয় মানুষ থেকে গাফলতি দূর করে, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কবর যিয়ারত করা। কবর যিয়ারত গাফেলদের চোখ থেকে গাফলতের পর্দা সরিয়ে দেয়। যেমন—

আনাস ইবনে মালেক رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রথমে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলেন। পরবর্তীতে ইরশাদ করেছেন—

أَلَا إِنِّي قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ ثُمَّ بَدَأَ لِي فِيهِنَّ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ثُمَّ بَدَأَ لِي أَنَّهَا تَرِقُّ الْقَلْبَ وَتُذَمِّعُ الْعَيْنَ وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ فَرَزَرُوهَا.

ওহে! শোনে রাখো! আমি তোমাদেরকে তিনটি কাজ থেকে নিষেধ করতাম। তারপর এ সকল বিষয় আমার কাছে স্পষ্ট হয়। [ওই তিন কাজের একটি হচ্ছে—] আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত থেকে নিষেধ করতাম। তারপর আমার কাছে স্পষ্ট হল—কবর যিয়ারত অন্তরকে নরম করে, চোখকে অশ্রুসিক্ত করে, আখেরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয়। অতএব, এখন তোমরা কবর যিয়ারত কর। [মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৩০৭৫]

গাফেলদের ব্যাপারে প্রশ্নকারী কয়েকজন ব্যক্তির প্রতি আবদুল আযীয বিন বায رضي الله عنه এর যে সকল অসিয়ত ছিল, তার মধ্যে অন্যতম ছিল—গাফেলদেরকে নিজেদের সঙ্গে কবর যিয়ারতে নিয়ে যাওয়া; এবং এ কাজটিকে তিনি [كَلَامٌ عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَى] কল্যাণ ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে পরস্পরের প্রতি সহযোগিতা বলে গণ্য করেছেন।

৫. দুনিয়ার অবস্থা নিয়ে চিন্তা-ভাবনার মাধ্যমে

যে-ই দুনিয়ার অবস্থা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করবে, সে-ই দেখতে পাবে—দুনিয়ার সুখ-শান্তি ও ভোগ্য বিষয়গুলো স্থায়ী নয়। এখানকার আনন্দ-আহ্লাদ পঞ্জিকলতায় দূষিত হয়।

এখানে মানুষ সম্মান, স্থিতি ও স্বাচ্ছন্দ্য থাকে। হঠাৎ বিপদ এসে আঘাত হানে। আকস্মাৎ সুখের অজ্ঞানে বিষাদের ছায়াপাত ঘটে। ধনাঢ্যতার পর ফকিরে পরিণত হয়। ইজ্জত-সম্মানের পর লাঞ্ছনার শিকার হয়।

কখনও হঠাৎ মৃত্যু এসে যায়। কৃতকর্মের বোঝাসহ বিদায় নিতে হয়। তারপর শূইয়ে দেওয়া হয় মাটির বালিশে। অতঃপর রেখে আসা হয় প্রত্যাবর্তনের উদ্দেশ্যে।

দুনিয়ার সবচেয়ে বড় দোষ— সে নশ্বর; স্থায়ী নয়। প্রতিনিয়ত তার অবস্থায় পরিবর্তন হয়। এটিই তার ধ্বংসশীলতার সবচেয়ে বড় প্রমাণ। দুনিয়ার সুস্থতা অসুস্থতায়, অস্তিত্ব অস্তিত্বহীনতায়, যৌবন বার্ধক্যে, নেয়ামত দুর্দশায়, জীবন মৃত্যুতে, স্থাপনা ধ্বংসস্থাপে, ঐক্য ও একাত্বতা ফাটল ও বিচ্ছিন্নতায় পরিবর্তিত হয়।

হিন্দ বিনতে নুমান বলেন, আমি আমাদের দেখলাম, আমরাই মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশি সম্মানের অধিকারী; ক্ষমতা ও শক্তির দিক বিবেচনায় প্রবল। অতঃপর লক্ষ করলাম, সূর্য তখনও অস্ত যায়নি, এরই মধ্যে আমরা একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলাম।...

এক ব্যক্তি তাকে তার নিজের ব্যাপারে কিছু বলতে অনুরোধ করল। তখন তিনি বললেন, আমরা এমন অবস্থায় দিন শুরু করেছি, যখন আমরাই শ্রেষ্ঠ। আরবের সবাই আমাদের পানে চেয়ে থাকত। অতঃপর আমরা এমন অবস্থায় সন্ধ্যায় উপনীত হলাম যে, সকল আরব আমাদের উপর দয়া করছে। [যাদুল মাআদ : ৪/১৭৩]

অতএব, লক্ষ করুন, সকালে তাদের অবস্থা কেমন ছিল আর সন্ধ্যায় কী হয়ে গেল! এ ঘটনা অনেক বড় শিক্ষাগ্রহণ ও উপদেশ লাভের মাধ্যম। কিন্তু আছে কি কোনো শিক্ষাগ্রহণকারী?!

এক ঈদুল আযহার দিনে জাফর বারমাকীর মা উবাদা কিছু মানুষের কাছে গেলেন শরীর গরম করার জন্য ভেড়ার চামড়া আনতে। লোকজন তাকে জিজ্ঞাসা করল তার অতীত নেয়ামত সম্পর্কে। তখন তিনি বললেন, আমি অতীতে এমন ঈদের দিনে সকাল করতাম,

তখন আমার শিয়রের কাছে চার শ' পরিচারিকা দাঁড়িয়ে থাকত।
[আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া : ১০/২১৩]

লক্ষ করুন, আগের ঈদে ছিল তার এমন অবস্থা, আর পরবর্তী ঈদে তিনি শরীর গরম করার জন্য মানুষের কাছে ভেড়ার চামড়া চেয়ে বেড়াচ্ছেন!

এক নেককার ব্যক্তি বলেন, একদিন সকালে আমি কুফার একটি বাড়ির পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম। শুনতে পেলাম, ঘরের ভেতর থেকে এক যুবতী মেয়ে গাইছে—

أَلَا يَا دَارَ لَا يَدْخُلُكَ حُزْنٌ * وَلَا يَذْهَبُ بِسَاكِنِكَ الزَّمَانُ

হে ঘর! তোমার ভেতর কখনও দুশ্চিন্তা-পেরেশানি প্রবেশ করবে না; যামানা তোমার অধিবাসীদের ছিনিয়ে নিতে পারবে না!

এরপর আমি আবার একদিন ওই ঘরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম। তখন ঘরের দরজায় দুর্যোগ-দুর্বিপাক ও বিষমতার স্পষ্ট ছাপ লক্ষ করলাম।

আমি লোকজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, এদের কী হয়েছে?

লোকজন জানাল, ঘরের কর্তা মৃত্যুবরণ করেছেন।

আমি ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়িলাম। কড়া নাড়লাম। বললাম, একদিন আমি ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়িলাম। কড়া নাড়লাম। বললাম, একদিন আমি এ ঘরের ভেতর থেকে এক যুবতী মেয়ের কণ্ঠে শুনেছিলাম, সে বলছিল—

أَلَا يَا دَارَ لَا يَدْخُلُكَ حُزْنٌ * وَلَا يَذْهَبُ بِسَاكِنِكَ الزَّمَانُ

হে ঘর! তোমার ভেতর কখনও দুশ্চিন্তা-পেরেশানি প্রবেশ করবে না; যামানা তোমার অধিবাসীদের ছিনিয়ে নিতে পারবে না!

ঘরের ভেতর থেকে একজন নারী কেঁদে ওঠলেন। অতঃপর বললেন, হে আল্লাহর বান্দা! নিঃসন্দেহে আল্লাহ ﷻ পরিবর্তন করেন; কিন্তু তিনি নিজে পরিবর্তন হন না। মৃত্যুই সকল সৃষ্টির চূড়ান্ত ফায়সালা।

এরপর আমি তাদের কাছ থেকে ফিরে এলাম। তবে, আল্লাহর কসম! কাঁদতে কাঁদতে। [আল ই'তিবার লি ইবনি আবিদুনইয়া : ৩৫]

নুমান ইবনে বাশীর رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু বকর সিদ্দীক رضي الله عنه আমাকে দশ আরব সঞ্জীসহ দায়িত্ব দিয়ে ইয়ামানে পাঠান। এ সফরে একদিন আমরা পথ চলছিলাম। এক সময় আমরা এমন একটি গ্রামের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম, যার ঘর-বাড়ি ও স্থাপনাগুলো আমাদের বিস্মিত করল। আমাদের কেউ কেউ বলল, যদি আমরা এ গ্রামে প্রবেশ করতে পারতাম!

এরপর আমরা তাতে প্রবেশ করলাম। আমি জীবনে যত গ্রাম দেখেছি, তার মধ্যে সৌন্দর্যের বিবেচনায় এটি সবচেয়ে বেশি সৌন্দর্যের অধিকারী। ওই গ্রামে এক সময় আমরা একটি সাদা প্রাসাদ দেখতে পেলাম। তার পাশে যুবক ও বৃদ্ধরা বসে আছে। পাশেই এক যুবতীর হাতে ছিল দফ। সে তা বাজাচ্ছিল আর গাইছিল—

مَعْشَرَ الْحَسَادِ مُؤْتُوا كَمَدًا * كَذَا نَكُونُ مَا بَقَيْنَا أَبَدًا

হে হিংসুকের দল! তোমরা বিষণ্ণতায় মর!

আমরা এমনই থাকব যতদিন বেঁচে থাকি।

এরপর আমরা পানি ভর্তি একটি পুকুর দেখতে পেলাম। তার পাশেই বিভিন্ন প্রকার পশুপ্রাণীতে পূর্ণ বিরাট এক আস্তাবল। উট, ঘোড়া, গরু, হাতি ইত্যাদি সবই আছে তাতে। তারপর দেখলাম একটি বৃত্তাকার প্রাসাদ।

আমি আমার সাথীদের বললাম, যদি আমরা আমাদের বাহনগুলো কোথাও রাখতে পারতাম, তা হলে এ দৃশ্য দেখে চোখ জুরিয়ে নিতে পারতাম। মনোবাঞ্ছা কিছুটা পূরণ করে নিতে পারতাম। যাহোক, আমরা এক স্থানে আমাদের বাহনগুলো রাখলাম। এরই মধ্যে সাদা প্রাসাদের দিক থেকে একটি দল এগিয়ে আসতে লাগল। তাদের সকলের কাঁধে ছিল চাদর। তারা সেগুলো আমাদের জন্য বিছিয়ে দিল। তারপর আমাদের সামনে বিভিন্ন রকম খাবার ও রঙ-বেরঙের পানীয় পরিবেশন করল। আমরা কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলাম এবং প্রাণবন্ত হলাম।

এরপর আমরা রওয়ানা করার জন্য উদ্যোগী হলাম। এমন সময় একদল লোক এসে আমাদের বলল, এ গ্রামের সরদার আপনাদের সালাম

জানিয়েছেন এবং বলেছেন- আমার পক্ষ থেকে কোনো কমতি হয়ে থাকলে সে জন্য আমাকে অপারগ মনে করবেন এবং ক্ষমা করবেন। আমি আমাদের একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে ব্যস্ত আছি।

এরপর আমরা তাদের জন্য দোয়া করলাম। তারা অবশিষ্ট খাদ্যগুলো আমাদের দিতে চাইল। সে খাবার দিয়ে আমরা আমাদের সফর পূর্ণ করলাম। এরপর আমি আমার সফর পূর্ণ করলাম এবং ফিরে এলাম।

তারপর কেটে গেল কিছু কাল। এক সময় মুআবিয়া রাঃ আবার আমাকে দশ আরব সজ্জীসহ দায়িত্ব দিয়ে পাঠালেন। আমার সাথে তখন পূর্বের সফরের কেউই ছিলেন না। আমি আমার সজ্জীদের সেই গ্রাম ও গ্রামের অধিবাসীদের কথা জানালাম। আমার কথা শুনে আমার এক সাথি বললেন, এ রাস্তাটি কি সেদিকেই গেছে না? এ পথ দিয়ে কি আমরা সেখানে পৌঁছতে পারব?

আমরা সেখানে পৌঁছে দেখি, সবকিছু ভেজো চূর্ণ-বিচূর্ণ ও বিরান হয়ে আছে। প্রাসাদটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে শুধু কয়েকটি চিহ্ন বহন করে চলছে। পুকুরটিতে পানি নেই এক ফোঁটাও। আর আস্তাবলটি শূন্য, প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

আমরা তখনও বিস্মিত অবস্থায় সেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম। এমন সময় সাদা প্রাসাদটির এক কোণ থেকে একজন বৃদ্ধ উদয় হলেন। তাকে দেখে আমি আমার এক গোলামকে বললাম, তুমি তার কাছে যাও। যাতে আমরা তাকে উদ্ধার করতে পারি। গোলামটি তার কাছ থেকে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ফিরে এল।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, কী হয়েছে তোমার? সে বলল, আমি তার কাছে গেলাম। গিয়ে দেখি সে একজন বৃদ্ধ মহিলা। সম্পূর্ণ অন্ধ। সে আমাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে দিল।

সে আমার উপস্থিতি টের পেয়ে বলল, তোমাকে যে সহীহ-সালামতে পৌঁছিয়েছেন তার দোহাই দিয়ে তোমার চোখ দু'টি চাই। আমি কবরে যাওয়া পর্যন্ত আরামে থাকব। অতঃপর বৃদ্ধ মহিলাটি বলল, এবার তোমার কিছু জানার থাকলে বল।

গাফলতি ছাড়ুন

আমি তাকে বললাম, তোমার পিতা-মাতা কোথায়?

মহিলা জওয়াব দিল, তারা মারা গেছে। তাদের পর কেবল আমি একাই রয়ে গেছি।

আমি তাকে বললাম, তোমার কি মনে আছে সে সময়ের কথা, যখন তোমাদের এখানে একটি বিয়ের অনুষ্ঠান হচ্ছিল? এবং সেখানে একটি মেয়ে দফ বাজিয়ে গাইছিল—

مَعْتَرِ الْحَسَادِ مُؤْتُوا كَمَدًا * كَذَا نَكُونُ مَا بَقِينَا أَبَدًا

হে হিংসূকের দল! তোমরা বিষণ্ণতায় মর!

আমরা এমনই থাকব যতদিন বেঁচে থাকি।

এবার সে ফুঁপিয়ে ওঠল। কাঁদতে শুরু করল। চোখ থেকে অশ্রুর বন্যা বইতে লাগল। অতঃপর বলল, আল্লাহর কসম! আমি সেই বছর, সেই মাস, সেই দিন এবং সেই অনুষ্ঠানের কথা খুব ভালোভাবেই মনে করতে পারছি। যে গাইছিল সে ছিল আমার বোন। আর আমিই সেই দফ বাজাচ্ছিলাম।

আমাদের সাথে কথা বলতে বলতে মহিলাটি কিছুটা ঝুঁকে পড়ল। মৃদু নড়াচড়া করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। [আল-ই-তিবার লি ইবনি আবিদ্দুনইয়া : ৪৭]

নিঃসন্দেহে দুনিয়ার ভালোবাসা দুনিয়াদারকে আগুনে নিষ্কেপ করে। আর দুনিয়াবিমুখতা ব্যক্তিকে জাহান্নামে নিয়ে চলে।

দুনিয়া শয়তানের মদ। যে এ মদে মাতাল হয়, মৃত্যু পর্যন্ত তার হুঁশ ফিরে না। হুঁশ ফিরে জীবন-মৃত্যুর মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে দুনিয়া-আখেরাত উভয় জগতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে!

দুনিয়াতে সবাই মেহমান। দুনিয়ার ধন-সম্পদ ধারকৃত। মেহমানকে চলে যেতে হয়, আর ধারকৃত বস্তু ফিরিয়ে নেওয়া হয়।

দুনিয়ার মহব্বত সকল পাপের মূল। কারণ, দুনিয়ার মহব্বত দুনিয়াকে বড় করে দেখতে শেখায়; অথচ আল্লাহ ﷻ-র কাছে তা নিতান্তই

নগণ্য; অতি তুচ্ছ। এ দুনিয়া আল্লাহ ﷻ-র কাছে অপছন্দনীয় ও অভিশপ্ত।

আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সঃ কে বলতে শুনেছি-

أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذَكَرَ اللَّهَ وَمَا وَالَاهُ وَعَالِمٌ أَوْ مُتَعَلِّمٌ.

জেনে রেখো! দুনিয়া অভিশপ্ত। দুনিয়ার সকল জিনিস অভিশপ্ত। তবে আল্লাহর যিকির ও তার সাথে সজ্জাতিপূর্ণ অন্যান্য আমল এবং আলেম ও ইলম অশ্বেষণকারী ব্যতীত। [সুন্নে তিরমিযী, হাদীস নং ২৩২২, সুন্নে ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৪১১২]

দুনিয়ার ভালোবাসা আখেরাতকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

দুনিয়া ও আখেরাত দুই সতীনের মতো। একটি খুশি হলে অপরটি অবশ্যই অসন্তুষ্ট হয়।

দুনিয়ার ভালোবাসা বান্দার মাঝে ও বান্দার জন্য আখেরাতে উপকারী বিষয়ের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই দুনিয়া লাভের জন্য মেহনত করা মানুষের জন্য অনেক বড় গাফলতির পরিচায়ক; এবং এটি আখেরাতকে ধ্বংস করে দেয়। অথচ মানুষ জানে, দুনিয়ার শেষ পরিণতি ধ্বংস। দুনিয়ার উপমা পেশ করতে গিয়ে ইউনুস ইবনে আবদুল আ'লা বলেন, [পার্থিব জীবনের উপমা হচ্ছে] একজন ঘুমন্ত ব্যক্তির ন্যায়, যে ঘুমিয়ে তার পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় বিভিন্ন বিষয় দেখল; এরই মধ্যে সে জেগে ওঠল। [ইদাতুস সবেরীন : ১৯০] সেই জেগে ওঠাই হচ্ছে মৃত্যু।

অতএব, বান্দার উচিত, এ ধোঁকাপূর্ণ দুনিয়া সম্পর্কে সর্বদা সতর্ক থাকা। এর আনন্দ দুশ্চিন্তায় পরিণত হবে; এর সূচ্ছতা ও নির্মলতা পঙ্কিলতায় পর্যবসিত হবে। অতএব, সৃষ্টিকর্তা যদি এ দুনিয়া সম্পর্কে কোনো সংবাদ না-ও দিতেন, এর কোনো উপমা বর্ণনা না-ও করতেন, তবুও নিদ্রিতের জাগ্রত হওয়া এবং গাফেলের সতর্ক হওয়া উচিত ছিল; তবে এখন কী করা উচিত, যখন তিনি আমাদের

স্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দিয়েছেন যে, তাঁর কাছে এ দুনিয়া একটি মশার পাখার সমানও মূল্য রাখে না?! এরপরও কি ধোঁকাগ্রস্তরা মনে করবে- এ দুনিয়া চিরস্থায়ী?!

৬. জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনার মাধ্যমে

জান্নাত এমন এক আবাসস্থল, যার বাসিন্দারা কখনও মৃত্যুবরণ করবে না। যার ভবন-ইমারত ও স্থাপনাগুলো কখনও লয়প্রাপ্ত হবে না। যার যৌবন কখনও ফুরাবে না। যার সৌন্দর্য ও কল্যাণ কখনও শেষ হবে না।

তার বাতাস হবে মৃদুমন্দ। তার পানীয়ের মিশ্রণ হবে তাসনীমের।

জান্নাতের বাসিন্দারা আরহামুর রহিমীনের রহমতের ছায়ায় বসবাস করবে। সর্বদা তাঁর দীদার লাভে ধন্য হবে। সেখানে তাদের প্রার্থনা হবে- **سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ** ‘পবিত্র তোমার সত্তা হে আল্লাহ!’। অভিবাদন হবে- **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ** ‘সালাম’। আর প্রার্থনার সমাপ্তি হবে- **سَلَامٌ** ‘সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহ ﷻ-র জন্য’।

তারা থাকবে এমন নেয়ামতপূর্ণ জান্নাতে, যা কোনোদিন কোনো চক্ষু দেখেনি; কোনো কান যার কোনো বর্ণনা শোনেনি; এমনকি কোনো মানুষের অন্তরে যার ধারণাও উদয় হয়নি।

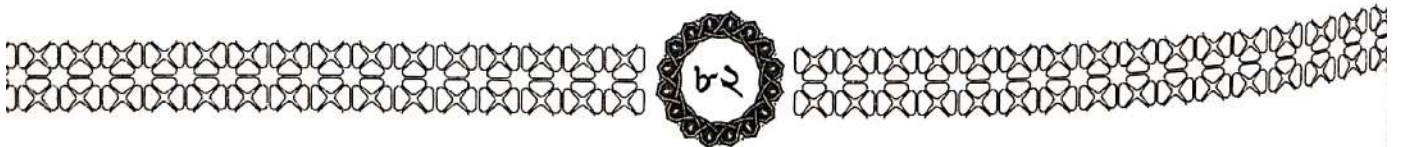
এ জান্নাতকে আল্লাহ ﷻ সৃষ্টি করেছেন তাঁর অনুগত বান্দাদের জন্য। তারা শ্রেণিবদ্ধ সিংহাসনে হেলান দিয়ে বসবে। তাদেরকে মোহরাঙ্কিত বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হবে। আপনি তাদের মুখমণ্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের সজীবতা দেখতে পাবেন।

- তারা সেখানে কী পান করবে?

তারা পান করবে- পানি, শরাব, দুধ ও মধু।

তাদের শরাব দুনিয়ার শরাবের মতো নয়। সুশুভ্র, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু।

- তারা সেখানে কীসের দ্বারা বেষ্টিত থাকবে?



বালক ও চিরশিশুদের দ্বারা বেষ্টিত থাকবে।

– তাদের স্ত্রী হবে কারা?

তাদের স্ত্রী হবে আনতনয়না হুরগণ। প্রবাল ও পদ্মরাগ সদৃশ রমণীগণ। কোনো জিন ও মানব ইতিপূর্বে যাদের স্পর্শ করেনি। তারা বার্ষিক্য থেকে চিরমুক্ত। তাঁবুতে অবস্থানকারিণী হুরগণ।

– তাদের কাছে কারা প্রবেশ করবে?

তাদের কাছে প্রবেশ করবেন ফেরেশতাগণ। প্রত্যেক দরজা দিয়ে উত্তমরূপে প্রবেশ করবেন। অতঃপর তাদের সালাম দিবেন।

এমন বাড়ির মূল্যায়ন করা কীভাবে সম্ভব, যা সৃষ্টি সৃষ্টিকর্তা নিজ হাতে তৈরি করেছেন? এবং যাকে তাঁর প্রিয় বান্দাদের জন্য আবাসস্থল বানিয়েছেন?! যাকে তাঁর রহমত ও মহত্ত্ব দ্বারা পূর্ণ করেছেন! এবং যার নেয়ামতের বর্ণনা দিয়েছেন ‘আল ফাওযুল আযীম’ তথা মহাসাফল্য বলে! যার মালিক হওয়া সবচেয়ে বড় মালিকানা; এবং যাকে তিনি পবিত্র রেখেছেন যাবতীয় দোষত্রুটি থেকে?!

– আপনি যদি প্রশ্ন করেন, তার মাটি কী?

তার মাটি মেশক ও জাফরান।

– যদি প্রশ্ন করেন তার ছাদ কী?

তার ছাদ দয়াময় আল্লাহ ﷻ-র আরশ।

– যদি প্রশ্ন করেন তার কঙ্করগুলো কীসের?

তার কঙ্করগুলো মণি-মুক্তা ও হীরা-জহরতের।

– যদি প্রশ্ন করেন তার ইট কীসের?

তার একটি ইট সূর্যের আরেকটি ইট রূপার।

– যদি প্রশ্ন করেন তার গাছগুলো কীসের?

তার প্রতিটি গাছের গোড়া সূর্যের।

— যদি প্রশ্ন করেন তার ফল কেমন?

তার ফল মাখনের চেয়েও নরম, মধুর চেয়েও মিষ্টি।

তদ্রূপ তার নদীগুলো কখনও পরিবর্তিত হবে না; আর তার নারীগণ সदा পবিত্র।

আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনের বহু জায়গায় জান্নাত ও জান্নাতের নেয়ামত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ কিছু আলোচনা নিম্নরূপ—

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশমত চলে, তিনি তাকে জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হবে স্রোতস্বিনী। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। আর তা হচ্ছে মহাসাফল্য। [সূরা নিসা : ১৩]

﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۖ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا ۖ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ۖ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾

আর [হে নবী!] যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, আপনি তাদের এমন জান্নাতের সুসংবাদ দিন, যার পাদদেশে প্রবহমান থাকবে নহরসমূহ। যখনই তারা খাবার হিসেবে কোনো ফল প্রাপ্ত হবে, তখনই তারা বলবে, এ তো অবিকল সে ফলই যা আমরা ইতিপূর্বেও লাভ করেছিলাম। বস্তুত, তাদেরকে একই প্রকৃতির ফল প্রদান করা হবে; এবং সেখানে তাদের জন্য থাকবে শুদ্ধচারিণী রমণীকুল। আর সেখানে তারা অবস্থান করবে অনন্তকাল। [সূরা বাকারা : ২৫]

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا ۖ ﴿٢٠﴾ أُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ ۖ نِعْمَ الثَّوَابُ ۖ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا﴾

যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, আমি সৎকর্মশীলদের পুরস্কার নষ্ট করি না। তাদেরই জন্য আছে বসবাসের জন্মাত। তাদের পাদদেশে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ। তাদের তথায় সূর্ণ-কংকনে অলংকৃত করা হবে এবং তারা পাতলা ও মোটা রেশমের সবুজ কাপড় পরিধান করবে এমনভাবে যে, তারা সিংহাসনে সমাসীন হবে। চমৎকার প্রতিদান এবং কত উত্তম আশ্রয়। [সূরা কাহফ : ৩০-৩১]

فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٢٢﴾ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٢٣﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ ﴿٢٤﴾ بَيْنَآءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ﴿٢٥﴾ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ ﴿٢٦﴾ وَعِنْدَهُمْ قَصْرٌ مِّنَ الظَّرْفِ عَيْنٍ ﴿٢٧﴾ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ﴿٢٨﴾

নেয়ামতের উদ্যানসমূহ। মুখোমুখি হয়ে আসনে আসীন। তাদেরকে ঘুরে ফিরে পরিবেশন করা হবে সুচ্ছ পানপাত্র। সুশুভ্র, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু। তাতে মাথা ব্যথার উপাদান নেই এবং তারা তা পান করে মাতালও হবে না। তাদের কাছে থাকবে আনতনয়না, আয়তলোচনা তরুণীগণ। যেন তারা সুরক্ষিত ডিম। [সূরা সফফাত : ৪৩-৪৯]

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ﴿٥١﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿٥٢﴾ يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿٥٣﴾ كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴿٥٤﴾ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ ﴿٥٥﴾ لَا يَذُقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ وَوَقَّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿٥٦﴾ فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٥٧﴾

নিশ্চয় খোদাভীরুরা নিরাপদ স্থানে থাকবে; উদ্যানরাজি ও নির্ঝরিণীসমূহে। তারা পরিধান করবে চিকন ও পুরু রেশমিবস্ত্র, মুখোমুখি হয়ে বসবে। এরূপই হবে এবং আমি তাদেরকে আনতলোচনা স্ত্রী দেব। তারা সেখানে শান্ত মনে বিভিন্ন ফল-মূল আনতে বলবে। তারা সেখানে মৃত্যু আস্বাদন করবে না, প্রথম মৃত্যু ব্যতীত এবং আপনার পালনকর্তা তাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করবেন। আপনার পালনকর্তার কৃপায় এটাই মহা সাফল্য। [সূরা দুখান : ৫১-৫৭]

আবু হুরায়রা রাঃ-র সূত্রে বর্ণিত দীর্ঘ এক হাদীসের এক পর্যায়ে তিনি বলেন—

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِمَّ خُلِقَ الْخُلُقُ؟ قَالَ مِنَ الْمَاءِ . قُلْنَا الْجَنَّةُ مَا بِنَاؤُهَا؟ قَالَ لَبَنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ وَلَبَنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ وَمِلَاطُهَا الْمِسْكُ الْأَذْفَرُ وَحَصْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ وَتُرْبَتُهَا الزَّعْفَرَانُ مَنْ يَدْخُلُهَا يَنْعَمُ وَلَا يَبْأَسُ وَيُحْلَدُ وَلَا يَمُوتُ لَا تَبْلَى ثِيَابُهُمْ وَلَا يَفْنَى شَبَابُهُمْ.

... আমি প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! কী দিয়ে প্রাণী সৃষ্টি করা হয়েছে? তিনি বললেন, পানি দিয়ে। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, কী দিয়ে জান্নাত তৈরি করা হয়েছে? তিনি বললেন, সোনা-রূপার ইট দিয়ে। একটি রূপার ইট, তারপর একটি সোনার ইট— এভাবে গাঁথা হয়েছে। এর গাঁথুনির উপকরণ [চুন-সুরকি-সিমেন্ট হচ্ছে] সুগন্ধি মৃগনাভি এবং কঙ্করসমূহ মণি-মুক্তার আর মাটি হচ্ছে জাফরান। জান্নাতে প্রবেশকারী লোক অত্যন্ত সুখ-স্বচ্ছন্দ্য থাকবে। কোনো দুঃখ-কষ্ট ও অভাব-অনটন তাকে স্পর্শ করবে না। সে অনন্তকাল এতে অবস্থান করবে। কখনও মৃত্যুবরণ করবে না। না তার পরনের পোশাক পুরাতন হবে আর না তার যৌবন শেষ হবে [অনন্তযৌবন হবে]। [সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২৫২৬]

আলী রাঃ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সঃ ইরশাদ করেছেন—

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَعُرْفًا يُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا . فَقَامَ إِلَيْهِ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ لِمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ هِيَ لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَدَامَ الصِّيَامَ وَصَلَّى لِلَّهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ.

জান্নাতের প্রাসাদগুলো এমন হবে যে, এর ভিতর থেকে বাইরের সবকিছু দেখা যাবে এবং বাইরে থেকে ভিতরের সবকিছু দেখা যাবে। এক বেদুইন উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এসব প্রসাদ কাদের জন্য? তিনি বললেন, যারা উত্তম ও সুমধুর কথা বলে, ক্ষুধার্তকে খাবার দেয়, প্রায়ই রোযা রাখে এবং লোকেরা

রাতে ঘুমিয়ে থাকাবস্থায় জাগ্রত থেকে আল্লাহর জন্য নামায আদায় করে, তাদের জন্য। [সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২৫২৭]

আবদুল্লাহ ইবনে কাইস তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, নবীজী ﷺ ইরশাদ করেছেন—

إِنَّ فِي الْجَنَّةِ جَنَّتَيْنِ آتِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا مِنْ فَضَّةٍ وَجَنَّتَيْنِ آتِيَتُهُمَا وَمَا فِيهِمَا مِنْ ذَهَبٍ وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَّا رِداءَ الْكِبْرِيَاءِ عَلَى وَجْهِهِ فِي جَنَّةٍ عَدْنٍ.

জান্নাতে দু'টি বাগান আছে; যার সকল পাত্রসমূহ ও অন্যান্য সামগ্রী রূপা দিয়ে নির্মিত এবং আরও দু'টি বাগান আছে, যার পাত্রসমূহ ও এতে যা কিছু আছে সবই স্বর্ণ দিয়ে নির্মিত। আর 'আদন' নামক জান্নাতে মানুষ ও তাদের পালনকর্তার সাক্ষাতের মাঝে মহাপরাক্রমশালীর গৌরবের চাদর ছাড়া আর কিছুই অন্তরাল থাকবে না। [সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২৫২৮]

উবাদা ইবনে সামেত رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজী ﷺ ইরশাদ করেছেন—

فِي الْجَنَّةِ مِائَةُ دَرَجَةٍ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْفِرْدَوْسُ أَعْلَاهَا دَرَجَةٌ وَمِنْهَا تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ الْأَرْبَعَةُ وَمِنْ فَوْقِهَا يَكُونُ الْعَرْشُ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُّوهُ الْفِرْدَوْسَ.

জান্নাতের একশতটি স্তর রয়েছে। প্রতি দুই স্তরের মাঝে আসমান-জমিনের সমান ব্যবধান বর্তমান। ফিরদাউস হচ্ছে সবচেয়ে উঁচু স্তরের জান্নাত। সেখান থেকেই জান্নাতের চারটি ঝর্ণা প্রবাহিত হয় এবং এর উপরেই [আল্লাহর] আরশ স্থাপিত। অতএব, তোমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনার সময় ফিরদাউসের প্রার্থনাই করো। [সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২৫৩১]

আবু সাঈদ খুদরী رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজী ﷺ ইরশাদ করেছেন—

إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضَوْءٌ وَجُوهُهُمْ عَلَى مِثْلِ ضَوْءِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَالزُّمَرَةُ الثَّانِيَةُ عَلَى مِثْلِ أَحْسَنِ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي

السَّمَاءِ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ عَلَى كُلِّ زَوْجَةٍ سَبْعُونَ حُلَّةً يُرَى مِنْهُنَّ سَاقِيهَا مِنْ وَرَائِهَا.

কেয়ামতের দিন যে দলটি সর্বপ্রথম জান্নাতে প্রবেশ করবে, তাদের মুখমণ্ডল হবে পূর্ণিমার রাতের চাঁদের মতো উজ্জ্বল, আর দ্বিতীয় দলের মুখমণ্ডল হবে আকাশে মুক্তার ন্যায় ঝলমলে তারকার মতো উজ্জ্বল। তাদের মধ্যে প্রত্যেক পুরুষের জন্য দু'জন করে স্ত্রী [হুর] থাকবে এবং প্রত্যেক স্ত্রীর সত্তরজোড়া জামা থাকবে। এই জামার ভিতর দিয়েও তাদের পায়ের জংঘার অস্থিমজ্জা দেখা যাবে। [সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২৫৩৫]

আল্লাহ ﷻ জান্নাতবাসীদের আত্মিক ও শারীরিক উভয় প্রকার নেয়ামতই দান করবেন। তাদের আত্মাও নেয়ামতপ্রাপ্ত হবে, শরীরও নেয়ামতপ্রাপ্ত হবে। চিরকাল তারা এ নেয়ামতে থাকবে। সেখানে তাদের বয়স বাড়বে না। তারা বৃদ্ধ হবে না। অতএব, জান্নাতের এ সকল নেয়ামত নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে এর ফলে গাফলতি দূর হয়ে যাবে। [ইনশাআল্লাহ]

তদ্রূপ জাহান্নামীদের জন্য আল্লাহ ﷻ যেসব যন্ত্রণাদায়ক আযাব ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন, তা নিয়ে ভাবলেও গাফলতি দূর হয়ে যাবে।

একটি বড় পাথর জাহান্নামের পাড় থেকে নীচে ছেড়ে দিলে সত্তর বছর যাবত তা নীচে পড়তেই থাকবে।

বান্দার উচিত, জাহান্নামীদের অবস্থা নিয়ে চিন্তা করা, যাদের পাগুলো বাঁধা হবে কপালের সাথে। যাদের চেহারা কালো হয়ে যাবে গুনাহের অন্ধকারে। তারা জাহান্নামের পার্শ্বদেশ ও মধ্যস্থল থেকে চিৎকার করে বলে- হে আমাদের মালিক! আপনার ওয়াদা [শাস্তি] আমাদের উপর সত্যরূপে বাস্তবায়িত হয়েছে। হে মালিক! আমাদের চামড়াগুলো জ্বলে গেছে। মালিক! আমাদের এখান থেকে বের করুন। আমরা আর কখনও অবাধাতায় ফিরে যাব না।

তখন তাদেরকে বলা হবে- না; না; অসম্ভব। এ লাঞ্ছনাকর আবাস থেকে তোমাদের কোনো মুক্তি নেই। তোমরা দিকৃত অবস্থায় এখানেই পড়ে থাকো এবং আমার সাথে কোনো কথা বলো না।

তখন তারা হতাশ হয়ে যাবে। আল্লাহ ﷻ-র আদেশের অবাধ্যতার কারণে আফসোস-অনুশোচনা করতে থাকবে। কিন্তু তাদের সেদিনের সেই আফসোস ও অনুশোচনা তাদের কোনো উপকার করবে না; সেখান থেকে তাদের মুক্তি দিতে পারবে না। বরং তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে উপুড় করে ফেলা হবে। তারা চিৎকার করে বিলাপ করবে, আফসোস করবে। তাদেরকে অন্তহীন দুর্ভোগে নিষ্কেপ করা হবে। তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে। ফলে তাদের চামড়া ও তাদের পেটে যা কিছু থাকবে, তা জ্বলসে যাবে। তাদের জন্য থাকবে লৌহ নির্মিত হাতুড়ি।

পিপাসায় তাদের কলজে ফেটে যাবে। চোখের মণি গলে গলে গাল দিয়ে বেয়ে পড়বে। গালের গোশত খসে খসে পড়বে। তারা সেখানে মৃত্যু কামনা করবে, কিন্তু মরবে না।

প্রাসাদসম অগ্নিস্ফুলিঙ্গা নিষ্কেপ করা হবে। অগ্নিস্ফুলিঙ্গের আকার হবে বৃহদাকার প্রাসাদসম। অতএব, সে স্ফুলিঙ্গের নিষ্কেপণ কেমন হবে?! কেমন হবে সেই আগুনের স্ফুলিঙ্গা?!

এ আগুন দুনিয়ার আগুনের তুলনায় সত্তর গুণ বেশি উত্তপ্ত হবে। কাফের তা অতি কষ্টে ঢোক গিলে পান করবে। কিন্তু গলার ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে না। সেখানে সে মৃত্যু কামনা করবে এবং সবদিক থেকে মৃত্যু তার কাছে আগমন করবে কিন্তু সে মরবে না। তাদের জামা হবে দাহ্য আলকাতরার এবং তাদের মুখমণ্ডলকে আগুন আচ্ছন্ন করে রাখবে।

তাদের জন্য থাকবে উপরের দিক থেকে আগুনের আচ্ছাদন এবং নীচের দিক থেকেও আগুনের আচ্ছাদন।

আল্লাহ ﷻ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন-

﴿لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ﴾

তাদের জন্য রয়েছে নরকান্নির শয্যা এবং উপর থেকে চাদর। আমি এমনিভাবে জালিমদের শাস্তি প্রদান করি। [সূরা আরাফ : ৪১]
 ﴿الَّذِينَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ﴾

তারা কি জানে না, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরোধিতা করে, তার জন্য নির্ধারিত রয়েছে জাহান্নাম; সে সেখানে চিরকাল থাকবে। আর এটাই মহা-অপমান। [সূরা তাওবা : ৬৩]

﴿مَنْ وَرَّأَىٰ جَهَنَّمَ وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ ﴿١٦﴾ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ﴾

তার পেছনে রয়েছে জাহান্নাম। তাতে পূজ মিশানো পানি পান করানো হবে। ঢোক গিলে তা পান করবে; এবং গলার ভিতরে প্রবেশ করতে পারবে না। সব দিক থেকে তার কাছে মৃত্যু আগমন করবে কিন্তু সে মরবে না। তার পশ্চাতেও রয়েছে কঠোর আযাব। [সূরা ইবরাহীম : ১৬-১৭]

﴿مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلًّا خَبِثَ زَنْدَنُهُمْ سَعِيرًا﴾

তাদের আবাসস্থল হচ্ছে জাহান্নাম। যখনই নির্বাপিত হওয়ার উপক্রম হবে তখনই আমি তাদের জন্য আগুন আরও বৃদ্ধি করে দিবা। [সূরা বনী ইসরাঈল : ৯৭]

﴿تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالْحُوتِ﴾

আগুন তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে এবং তারা তাতে বীভৎস আকার ধারণ করবে। [সূরা মুমিনুন : ১০৩]

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ ﴿٢٦﴾ وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۖ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فِتْنًا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ﴾

আর যারা অবিশ্বাসী হয়েছে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাদেরকে মৃত্যুর আদেশও দেওয়া হবে না যে তারা মরে যাবে এবং তাদের থেকে তার শাস্তিও লাঘব করা হবে না। আমি

প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি। সেখানে তারা আঁত চিৎকার করে বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! বের করুন আমাদেরকে, আমরা সৎকাজ করব, পূর্বে যা করতাম, তা করব না। [আল্লাহ বলবেন] আমি কি তোমাদেরকে এতটা বয়স দিইনি, যাতে যা চিন্তা করার বিষয় চিন্তা করতে পারতে? উপরন্তু তোমাদের কাছে সতর্ককারীও আগমন করেছিল। অতএব, [আজ জাহান্নামের স্বাদ] আস্বাদন কর। জালিমদের জন্য কোনও সাহায্যকারী নেই। [সূরা ফাতির : ৩৬-৩৭]

﴿قَالِذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ﴾
﴿١٩﴾ يُضْهِرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ﴿٢٠﴾ وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ ﴿٢١﴾

কিন্তু আরও! أَنْ يُخْرِجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا* وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ
অতএব যারা কাফের, তাদের জন্য আগুনের পোশাক তৈরি করা হয়েছে। তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে। ফলে তাদের পেটে যা আছে, তা এবং চর্ম গলে বের হয়ে যাবে। তাদের জন্য আছে লোহার হাতুড়ি। তারা যখনই যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে জাহান্নাম থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে তাতে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। বলা হবে, দহন শাস্তি আস্বাদন কর। [সূরা হজ : ১৯-২২]

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন—

يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَحْرُوقُهَا.

যেদিন জাহান্নামকে উপস্থিত করা হবে, সেদিন তার সত্তর হাজার লাগাম থাকবে। প্রতিটি লাগামের জন্য নিয়োজিত থাকবে সত্তর হাজার ফেরেশতা। তারা সেগুলো ধরে তাকে টানতে থাকবে। [সুনায়ে তিরমিযী, হাদীস নং ২৫৭৩]

আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন—

يَخْرُجُ عَنْكَ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ تُبْصِرَانِ وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ
وَلِسَانٌ يَنْطِقُ يَقُولُ إِنِّي وَكَلْتُ بِثَلَاثَةٍ بِكُلِّ جَبَّارٍ غَنِيْدٍ وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا
مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَبِالْمُصَوِّرِينَ.

কেয়ামতের দিন জাহান্নাম থেকে একটি গর্দান [মাথা] বের হবে।
এর দু'টি চোঁখ থাকবে যা দিয়ে সে দেখবে, দু'টি কান থাকবে যা
দিয়ে সে শুনবে এবং একটি জিহবা থাকবে যা দিয়ে সে কথা
বলবে। সে বলবে, তিন ধরনের লোকের জন্য আমাকে নিয়োজিত
করা হয়েছে। [১] প্রতিটি অবাধ্য অহংকারী জালিমের জন্য।
[২] আল্লাহ তাআলার সাথে অন্য কোনো কিছুকে যে ব্যক্তি ইলাহ
বলে ডাকে তার জন্য। [৩] ছবি নির্মাতাদের জন্য। [সুনানে
তিরমিযী, হাদীস নং ২৫৭৪]

আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ
করেছেন—

نَارُكُمْ هَذِهِ الَّتِي يُوقَدُ بَنُو آدَمَ جُزْءٌ وَاحِدٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ حَرِّ
جَهَنَّمَ . قَالُوا وَاللَّهِ إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَإِنَّهَا فَضَّلَتْ بِتِسْعَةٍ
وَسِتِّينَ جُزْءًا كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا .

তোমাদের এই আগুন যা তোমরা প্রজ্বলিত কর, তা জাহান্নামের
আগুনের উত্তাপের সত্তর ভাগের এক ভাগ। সাহাবীগণ আরজ
করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর কসম! এ আগুনই তো
জাহান্নামীদের আযাবের জন্য যথেষ্ট ছিল। তিনি বললেন, এটাকে
উনসত্তর গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং প্রতিটি অংশের উত্তাপ এর
সমান হবে। [সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২৫৮৯]

এ সকল শারীরিক আযাব ছাড়াও সেখানে থাকবে আরও বিভিন্ন
ধরনের মানসিক শাস্তি। যখনই কোনো দল তাতে প্রবেশ করবে,
তখন অপর দলকে লানত করবে।

ফেরেশতারা তাদের তিরস্কার ও ভৎসনা করবে— দুনিয়ার জীবনে
তাদের শিথিলতা ও কমতির কারণে।

পরিশিষ্ট

ইবনুল কাযিম رحمہ اللہ বলেন, যিকিরের মজলিস ফেরেশতাদের মজলিস। অনর্থক ও গাফলতির মজলিস শয়তানের মজলিস। সুতরাং, বান্দাকে এ দু'টির পছন্দনীয় ও উত্তমটিকে বেছে নিতে হবে। সে দুনিয়া-আখেরাতে তার সাথিদের সাথেই থাকবে। [আল ওয়াবিলুস সয়্যিব : ৬৫]

বর্তমান যামানা গাফলতির যামানা। যদি এ ব্যাপারে আপনি আরও নিশ্চিত ও সন্দেহমুক্ত হতে চান, তা হলে আপনি আল্লাহ ﷻ-র জমিনে ভ্রমণ করুন এবং দুনিয়া ও দুনিয়াবাসীদের নিয়ে চিন্তা-ফিকির করুন। দেখুন, কী দেখতে পান!

আপনি আপনার সামনে দেখতে পাবেন— খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদনের মহল; স্যাটেলাইট চ্যানেলের বিশেষায়িত আসর, ইত্যাদি।

এরপর আপনি তুলনা করুন এসবের মাঝে এবং ইবাদতের স্থানগুলোর মাঝে। আরও তুলনা করুন ইলমের মজলিস ও হালকাগুলোর সাথে। আপনি দেখবেন, যা কিছু মানুষকে আল্লাহ ও আখেরাত থেকে গাফেল করে দেয়, তার সংখ্যা অনেক অনেক বেশি এবং খুবই বেশি।

যারা নিজের নফসের সাথে লড়াই করেন, মনের লাগামহীন কামনা-বাসনাকে কুরবানী করেন এবং খেলাধুলা ও গাফলতির স্থানগুলো পরিত্যাগ করেন, অতঃপর আল্লাহ ﷻ-র ঘরে এবং ইলমের মজলিসগুলোতে নেককার বান্দাদের সাথে বসেন, অচিরেই তাদের রব তাদেরকে মহাপ্রতিদানে সম্মানিত করবেন— তাদের এ কুরবানী ও ত্যাগের বিনিময়ে। কেননা, যখনই এসবের প্রতি আগ্রহ ও উৎসাহ দানকারী বিষয় বেড়ে যাবে এবং মানুষ সেগুলোর মোকাবিলা করবে, তখন তার প্রতিদানও অনেক বড় হবে। এ জন্যই শেষ যামানার নেককারদের প্রতিদান বেশি হবে। কেননা, তারা বিভিন্ন ধরনের ও

গাফলতি ছাড়ুন

নানা রকমের ফেতনা ও উদ্বেজনা সৃষ্টিকারী বিষয়ের মোকাবিলা করে থাকেন।

পরিশেষে আমরা আল্লাহ ﷻ-র দরবারে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদেরকে গাফলতি, গাফলতির কারণ ও মাধ্যম থেকে হেফাজত করেন; এবং জীবনের মন্দ পরিসমাপ্তি থেকে রক্ষা করেন; তাঁর যিকির ও শোকরের তাওফীক দান করেন; তাঁর সুন্দর ইবাদতে সাহায্য করেন। তিনি সর্বশ্রোতা, আহ্বানে সাড়া দানকারী।

وَصَلَّى اللّٰهُ وَسَلَّم عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

—মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ

সমাপ্ত

মেধা যাচাই

প্রিয় পাঠক!

এখানে আপনার সামনে দু' ধরনের প্রশ্ন রয়েছে। কিছু প্রশ্নের উত্তর আপনি তাৎক্ষণিকভাবে দিতে সক্ষম। আর কিছু প্রশ্নের উত্তর দিতে চিন্তা-ভাবনা ও গভীর মনোযোগের প্রয়োজন।

১. তাৎক্ষণিকভাবে উত্তর দেওয়ার মতো প্রশ্ন :

১. গাফলতির আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ বলুন।
২. গাফলতি কত প্রকার ও কী কী?
৩. নিন্দনীয় গাফলতি তিন প্রকার। প্রকারগুলো কী কী?
৪. গাফলতির কারণ কী কী?

২. চিন্তা-ভাবনা করে উত্তর দেওয়ার মতো প্রশ্ন :

১. মানুষ যে সকল বিষয় থেকে গাফেল থাকে, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে নিয়তের আমল। এ কথার ব্যাখ্যা করুন।
২. এ বইয়ের কোনও এক স্থানে একটি শিশুর কথা বর্ণিত আছে তার মায়ের উদ্দেশ্যে- 'আমাকে খেলতে দাও। আমি আর কখনও গির্জায় প্রবেশ করব না'- খেলার সাথে এর সম্পর্ক কী?
৩. দুনিয়াতে গাফেল কোন কোন শাস্তির সম্মুখীন হয়?
৪. আখেরাতে গাফেল কোন কোন শাস্তির সম্মুখীন হবে?
৫. গাফলতির সবচেয়ে শক্তিশালী ও কার্যকরী চিকিৎসা কী?

الْغَفْلَةُ

بِاللُّغَةِ الْبَنَغَالِيَّةِ

গাফলতি

গাফলতি এমন এক মারাত্মক রোগ, এ রোগে যখন কেউ আক্রান্ত হয়, তার দুনিয়া-আখেরাত উভয়ই বরবাদ হয়ে যায়। যেমন, আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন—

তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে; ফলে আল্লাহও তাদেরকে আত্মবিস্মৃত [গাফেল] করে দিয়েছেন। তারাই তো ফাসেক-পাপাচারী।

[সূরা হাশর : ১৯]

তা হলে—

- গাফলতি কী?
- গাফলতির ব্যাপারে শরীয়তের অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি কী?
- গাফলতির প্রকার ও ধরন কী?
- গাফলতির কারণ ও চিকিৎসা কী?

প্রিয় পাঠক!

এ সকল প্রশ্নের উত্তর ও এতদসংশ্লিষ্ট আরও কিছু আলোচনাই পাবেন আপনি আপনার হাতের এ বইটিতে।



বিশুদ্ধ ধর্মীয় বইয়ের নতুন দিগন্ত

